নজদী আন্দোলনের নূতন পুরাতন ইতিহাস

বনাম

নজদী পরিচয়

রেদওয়ানিয়া লাইব্রেরী
বাংলাবাজার-ঢাকা

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

বাংলাদেশ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত কর্তৃক মনোনীত ও স্বীকৃত।

নজদী পরিচয়

(ওহাবী আন্দোলনের ধারাবাহিক ইতিহাস)

প্রনেতা
মোহাম্মদ রেদওয়ানুলহক ইসলামাবাদী

প্রকাশনায়
রেদওয়ানিয়া লাইব্রেরী
৩৮/২ (গ) বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ২৩৭৬২০, ২৮৩০২৬

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

প্রকাশক
সাইফুল ইসলাম
১৫ নং কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, ঢাকা

প্রথম সংস্করণ—নভেম্বর ১৯৯০ ইং

প্রকাশক কর্তৃক সর্ব স্বত্ব সংরক্ষিত

মূল্য ঃ ৩৫,০০

মুদ্রণে ঃ
রেদওয়ানিয়া প্রেস
বাংলাবাজার ঢাকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা ঃ "নজদ" পরিচিতি

বর্তমান সৌদী আরবের পূর্বাঞ্চলীয় একটি প্রদেশের নাম "নজদ"। এদেশের অধিবাসীগণ ঐতিহাসিক ভাবে ইসলামের ঘোর শত্রু। ইসলামের প্রারম্ভিক কাল হতেই এরা মুসলমানদের ধ্বংস সাধনে নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল খুন খারাবি, রাহাজানি, অবৈধ যুদ্ধ পরিচালনা, ইসলাম বিদ্বেষ ইত্যাদি। এদের জীবন যাত্রার প্রণালী ছিল পশু চারণ, দস্যুবৃত্তি, মূর্খতা ও যাযাবরি। এখান থেকে উৎপত্তি হয়েছিল শয়তানের শিং মোসালিমা কাজ্জাব নামের ভন্ড নবী ও আবদুল ওহাব নজদী নামের ভ্রান্ত ফেরকার উদ্ভাবক।

পিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) এদের সম্পর্কে বদদোয়া করেছেন ফলে, ঐ অঞ্চলে আজ পর্যন্ত কোন ধর্ম প্রাণ লোকের জন্ম হয়নি এবং তৈল সম্পদ ও এই প্রদেশে আবিস্কৃত হয় নি। নজদবাসীগণ আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবী হুজুরে পাক (দঃ) কর্তৃক অভিশপ্ত হওয়ার বহু কারনের মধ্যে নিম্নলিখিত কারণগুলো উল্লেখ যোগ্য ঃ

(১) নজদের প্রধানতম মুরব্বী শেখ নজদী মহানবী হুজুরে পাক (দঃ) কে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করেছিল। যার কথা আল্লাহ পাকের কোরআন মজিদে বিশেষ ভাবে উল্লেখ রয়েছে।

(২) নজদ হতে মুসালিমা কাজ্জাব নামে এক ভন্ড নবী হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) এর খেলাফত কালে ইসলামের মধ্যে ফেতনা সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছিল। যারকথা ইসলামের ইতিহাসে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে।

(৩) সাহাবা বিদ্বেষী এই দেশবাসী বীরে মাউনাতে সুশিক্ষিত সত্তর জন সাহাবীকে নির্মম ভাবে বিনা কারণে হত্যা করেছিল। এই ঘটনার পর হুজুরে পাক (দঃ) নামাজের মধ্যে কুনুতে নাজেলার মাধ্যমে নজদীগণের জন্য বদদোয়া করেছিলেন। (বোখারী ও মুসলিম)

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

(৪) ১১১১ হিজরীতে আবদুল ওহাব নজদী নামের এই দেশের এক ব্যক্তি ইসলামের বড় এক ফেতনা। ইবনে সউদ ছিল তার সম্পর্কীয় ভগ্নিপতি। এই দু'ব্যক্তি দস্যু বাহিনী গঠন করে নজদ ও হেজাজের শাসন ক্ষমতা দখল করেছে, বহু সুন্নী ওলামায়ে কেরাম, হাফেজ, কারীকে হত্যা করেছে, বহু প্রসিদ্ধ সাহাবায়ে কেরামের মাজার শরীফ ধ্বংস করেছে এবং দুনিয়া ব্যাপি ওহাবী আন্দোলন পরিচালনা করেছে। যার অনুসারী বর্তমান সৌদী শাসক বাদশাহ (ফাহদ) পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। তারা ইসলামী মূল ধারা হতে বিচ্ছিন্ন। তারা ইসলামের গনতন্ত্রকে হত্যা করে স্বেচ্ছাচারী ও বিলাস প্রিয় রাজতন্ত্র কায়েম করেছে। তাদের সহায়ক শক্তি হল ইহুদী, নাসারা, সাবাইন ও নাস্তিক সম্প্রদায়। সুতরাং এই ধীক্কৃত জাতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার আজ সময় এসেছে। উপরোক্ত বিষয় সমূহ উক্ত বইয়ে আমরা সবিস্তার আলোচনা করেছি। আমাদের এতদ্দেশে নজদী ওহাবী পন্থী দেওবন্দ মাদ্রাসার কতিপয় আলেম উল্লেখযোগ্য। এদের লিখিত ফতুয়ায়ে রশিদিয়া ওহাবী মতবাদের অন্যতম পুস্তক। শরীয়ত তরীকত পন্থী ওলামাগণ ওহাবী মতবাদীদের ফতুয়া ও তাদের অনুসারীদের সংশ্রব হতে দূরে থাকার কথা তাকিদ দিয়ে বলেছেন। অন্যথায় ঈমান আকীদা বিনষ্ট হয়ে যাবে। রোজা নামাজ প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করেও কোন সার্থকতা হাসিল করা যাবেনা।

হযরত রাসুলে আকরম (দঃ) বলেছেন আমার উম্মতগণ ৭৩ ফেরকায় বিভক্ত হয়ে যাবে। তন্মধ্যে আহলে সুন্নাতের জামায়াতই সমুন্নত ও বেহেশতী ফেরকা হবে। নজদী, খারেজী, ওহাবী প্রভৃতি সকল ফেরকা ভ্রান্ত এবং দোযখী হবে। এরা শয়তানের মত শুধু আল্লাহ পাকের পূজারী, তারা হযরত মোহাম্মদ (দঃ) কে যথাযত ভাবে বিশ্বাস করেনা। আল্লাহ পাক মুসলিম উম্মাকে সকল বাতিল ফেরকা হতে হেফাজত করুন, আমীন।

আরজ গোজার
মোহাম্মদ রেদওয়ানুল হক ইসলামাবাদী

নজদী পরিচয়ের সূচীপত্র

প্রথম পাঠ

বিষয়	পৃষ্ঠা
০ কুফরী মতবাদের বিরুদ্ধে ইসলাম ধর্মের সূচনা।	১
০ শেখ নজদীই মহানবী (দঃ) কে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করার কর্মসূচী গ্রহণ করে।	২
০ মহানবী (দঃ) কে প্রানে বদ করার জন্য শেখ নজদীর দারুন নদয়ায় পদার্পন।	৪
০ মহানবী (দঃ) কে হত্যা করার জন্য তাঁর বাড়ী ঘেরাও।	৭
০ নজদের মাটিতে নজদীগণ ৭০ জন সাহাবা কেরামকে নির্মমভাবে হত্যা করার ঘটনা।	১০
০ নজদের রেজীতে সাহাবা হত্যার ঘটনা।	১৪
০ মসজিদে যেরারে নবী (দঃ) কে হত্যার সংকল্প।	১৫
০ যেসব হাদীসে নজদীগণ অভিশপ্ত।	১৯
০ মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর কুকীর্তি।	২৬
০ ফতোয়া শামীতে নজদী পরিচয়।	২৭
০ তাফসীর সাবীতে ওহাবী ফেকা।	২৮
০ ওহাবী ফেকার সমর্থনে দেওবন্দী মৌলভী।	২৯
০ দেওবন্দী ফতোয়ার জবাবে ওলামায়ে হারামাইন।	৩১
০ যেসব দেওবন্দী আলেম ওহাবী ফেকার বিরুদ্ধে ছিলেন।	৩২
০ মুফতী শফী সাহেবের ফতোয়ায় দেওবন্দীগণ ধর্মচ্যুত।	৩৪
০ নবীর কুৎসাকারীর শাস্তি হত্যা ও কতল।	৩৬
০ ধর্ম কুৎসাকারী দেওবন্দীগণ তওবা করে ছিলেন কিনা।	৩৭
০ ব্রিটিশ সম্রাটের ডায়েরীতে ওহাবী পরিচয়।	৪০

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
০ তরযানের ডাক বাংলার মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী।	৪১
০ নজদী ও শিয়ার তর্ক বহছ।	৪২
০ মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী সুফিয়ার মাতাকলে পড়ে শরাব পান।	৪৪
০ ওহাবী মাযহাব স্বপ্নে পাওয়া মাযহাব।	৪৬
০ ওহাবী আন্দোলনের ৬দফা কর্মসূচী।	৪৮
০ ওহাবী আন্দোলনের ৬দফার দুরাবস্থা।	৪৯
০ ওহাবী নজদীর সংস্কারে বাংলা একাডেমী।	৫২
০ ওহাবী ইমাম ইবনে তাইমিয়ার উপর আল্লাহর গজব।	৫৫
০ খারেজী মাযহাবের উৎপত্তি কাল।	৫৭
০ নজদী প্রনীত কিতাবুত তাওহীদে বহু কুফরী কালাম।	৫৮
০ নজদী প্রনীত কাশফুশ শুবহাতের কুফরী কর্ম।	৫৯
০ কাশফুশ শুবহাতের ধারাবাহিক কুফরী কর্ম।	৬১
০ নবী (দঃ) ধর্ম প্রচারের জন্য নির্দেশিত ছিলেন তাওহীদ প্রচারের জন্য নয়।	৬৩
০ মহনবী (দঃ) এর ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পত্র আহ্বান।	৬৭
০ রোম সম্রাটের সঙ্গে প্রিয়নবী (দঃ) এর পত্রালাপ।	৬৯
০ রোম সম্রাটের নিকট ইসলামী দাওয়াত।	৭০
০ মৌলবাদের জন্ম কথা।	৭৪
০ ধর্ম পন্থী ও খোদা পন্থীর পার্থক্য।	৭৯
০ দীনে তাওহীদ এর মোকাবেলায় ইসলাম ধর্ম।	৮৫
০ নজদী ওহাবীরা মূর্তি পূজা করতো।	৮৬
০ তরীকত শিক্ষার মাধ্যমে ধর্ম প্রচার।	৯০
০ বাইয়াতে রাসূল ও বাইয়াতে সাহাবা।	৯১
০ ওহাবী তরীকত এর সূচনা।	৯৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
০ আকবরের দীনে এলাহী ও মুজাদ্দেদিয়া তরীকার দ্বন্দ।	৯৪
০ তরীকত শাহ ওলীউল্লাহ মোহাদ্দেসে দেহলভী (রঃ)।	৯৫
০ শাহ আবদুল আজিজ মোহাদ্দেসে দেহলভীর শিয়া দমন।	৯৭
০ ভারত বর্ষে ওহাবী ফেকরি উদ্ভব।	৯৮
০ দিল্লীর মসজিদে ওহাবী সুন্নীর প্রথম বহছ।	১০০
০ সৈয়দ আহাম্মদ ব্রেলভী আল্লাহর হাতে মুরীদ হলেন কি করে।	১০১
০ আল্লাহ পাকের কোন তরীকা আছে ?	১০৩
০ সুফী মাওলারা নূরে মোহাম্মদের পূর্ব পুরুষ ও বংশ পরিচয়।	১০৫
০ তরীকত পন্থী সুন্নী ইমামগণের নাম।	১০৯
০ মাওলানা আবুবকর সিদ্দিকীর মুরীদানগণ।	১১২
০ মাওলানা রুহুল আমীনের সঙ্গে ওহাবীগণের বহছ।	১১৪
০ সৈয়দ আহাম্মদ ব্রেলভী কেন শহীদ হন নি।	১১৭
০ তরীকারে আওর মোহাম্মদীয়ার সঠিক রূপ।	১১৯
০ কবর স্মৃতি নির্মানের শরীয়ত সম্মত বিধান।	১২১
০ মাজার নির্মানের পট ভূ মকা।	১২৩
০ হযরত ওমর (রাঃ) এর বায়তুল মোকাদ্দাস পরিদর্শন।	১২৪
০ কবর পাকা করার মূল উৎস।	১২৭
০ কবরের পার্শে নামাজ পড়া শরীয়ত সম্মত।	১৩০
০ দারুল আরকম কি ?	১৩৪
০ জান্নাতুল মোয়াল্লার কবর স্থান।	১৩৮
০ ঐতিহাসিক বদর প্রান্তর।	১৪১
০ জান্নাতুল বাকীর কবর স্থান।	১৪৩
০ মৌলবাদী শক্তির কালো মুখ।	১৪৮

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
০ ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ।	১৪৯
০ মৌলবাদী শক্তির সূচনা কাল।	১৫০
০ দমে দমে আল্লাহ্।	১৫০
০ একজন মৌলবাদী ওয়ায়েজের ঘটনা।	১৫৭
০ আদম ও শয়তানের লুকোচুরী।	১৬০
০ খারেজী মাযহাব ও ইহুদী মাযহাব।	১৬৪
০ ওহাবী মাযহাবের হলপ নামা।	১৭০
০ দেওবন্দী মাযহাবে ভোট দিন।	১৭১
০ দেওবন্দী মাযহাবের বৈশিষ্ট্য।	১৭৩
০ দেওবন্দ পরিচিতি।	১৭৪
০ দেওবন্দে হুজুরে পাকের তাশরীফ আনয়ন।	১৭৬
০ হারামকে হালাল করার নিয়ম।	১৭৭
০ সুদের টাকা হালাল করার নিয়ম।	১৭৮
০ হারাম দুধ ও মাংস হালাল করার নিয়ম।	১৭৮
০ কাকের মাংস হালাল করার হীলা।	১৮০
০ কাকের মাংস হালাল হওয়ার যৌক্তি।	১৮১
০ মিলাদ কেয়াম নিয়ে উস্তাদ সাগরিদের লড়াই।	১৮২
০ মিলাদ শরীফের পুস্তক পুড়িয়ে দেয়ার ঘটনা।	১৮২
০ দেওবন্দী প্রথম ইমাম ইসমাইল খারেজী।	১৮৫
০ দেওবন্দী দ্বিতীয় ইমাম কাশেম কাদিয়ানী।	২৮৭
০ দেওবন্দী তৃতীয় ইমাম রশিদ গঙ্গুহী।	১৮৯
০ দেওবন্দী চতুর্থ ইমাম খলিল আহাম্মদ নাস্তিক।	১৯০
০ দেওবন্দী শেষ ইমাম আশরাফ আলী থানভী।	১৯২
০ আশরাফ আলীর ঘোষণায় মহানবী ক্ষুদ্র জ্ঞানী ছিলেন।	১৯৩
০ থানভী ও থানাবন এর মর্যাদা।	১৯৬
০ দেওবন্দীগণ তিন দলে বিভক্ত।	১৯৮
০ আশরাফ আলীর ফতোয়ায় সকল দেওবন্দী।	১৯৯

প্রথম পাঠ

কুফরী মতবাদের বিরুদ্ধে ইসলাম

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ পবিত্র ইসলাম-ই হল মহান আল্লাহ পাকের নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম। ৬১০ খৃষ্টাব্দে হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এর বয়স যখন ৪০ বছরে উপনীত হল মহান আল্লাহর নির্দেশে তিনি তার পর হতে এ ধর্ম মত প্রচার আরম্ভ করেন। প্রথম তিন বছর পর্যন্ত তিনি এ প্রশংসনীয় ধর্মটিকে অতি গোপনে গোপনে প্রচার করতে থাকেন। এ সময়ের মধ্যে যে সামান্য সংখ্যক লোক এই পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তারা অতি সংগোপনে তা পালন করতেন। অতঃপর যখন তা প্রকাশ্যে প্রচারের জন্য আদিষ্ট হয়ে কুরাইশদেরকে প্রকাশ্যে ইসলামের প্রতি আহবান জানালেন, তখনই তাদের শত্রুতার মাত্রা বেড়ে গেল।

০ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (দঃ) এর গোপনে গোপনে ইসলাম প্রচার দেখে কুরাইশ গোত্র প্রধানগণ হুজুরে পাক (দঃ) এর আস্তানায় উপস্থিত হয়ে আপত্তি জানাল যে, আপনি এই নতুন ধর্মটি প্রচার করবেন না। কারণ এ-তে আমাদের ধর্মমতের বিরোধিতা করা হচ্ছে। তাই আমরা ইচ্ছ করছি যে, যদি আপনি নতুন ধর্মমত প্রচার থেকে বিরত থাকেন তবে আপনাকে বহু ধন সম্পদ দিব। যাতে আপনি আরব বিখ্যাত ধনী হয়ে যাবেন এবং আপনি ইচ্ছে করলে আপনার মনের আনন্দ উপভোগের জন্য আরব বিখ্যাত সুন্দরী সুন্দরী রমনী আমরা আপনার খেদমতের জন্য নিযুক্ত করে দিব। আপনি যদি আগ্রহ প্রকাশ করেন তবে এ সব এখনই আপনার দরবারে উপস্থিত করা হবে।

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

০ আর একটি হাদীসের বর্ণনায় দেখা যায় যে, কুরাইশগণ হুজুরে পাক (দঃ) এর সঙ্গে ইসলামের বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত সন্ধি করতে চেয়েছিল।

১। কুরাইশগণ হুজুর পাক (দঃ) কে বলল, এক বছর আপনি আমাদের লাত, ওজ্জা প্রভৃতি ভূতের পূজা করবেন, তা হলে অপর বছর আমরা আপনার এক খোদার ইবাদত করবো। হুজুর (দঃ) ও কুরাইশদের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের আলাপ আলোচনা চলছিল এমতবস্থায় সে আলোচনা মজলিসের মধ্যে হুজুরের চাচা "আসওয়াদ" ও "ওলিদ" উপস্থিত হয়ে বলল, হে মোহাম্মদ! উপরে উল্লেখিত দু'টি প্রস্তাব মেনে নেয়ার জন্য আমরা তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি। হুজুরে পাক (দঃ) সুরায়ে "কাফেরুনের" নির্দেশ মোতাবেক কুরাইশগণকে উত্তর দিলেন যে, আমি মানুষের হাতে গড়া প্রতিমার পূজা করতে পারি না।

অতঃপর কুরাইশগণ হুজুরে পাক (দঃ) হতে এ উত্তর শ্রবন করে তারা তাঁর প্রাণের শত্রু হয়ে গেল। একদা হুজুরে পাক কা'বা শরীফের পথে রওনা হলেন। কুরাইশগণ তাঁকে একা দেখে পথের মধ্যে বহু অপমান করে। এমনকি তাঁর গলার মধ্যে রশি লাগায়ে টানা হেচড়া শুরু করে। এমনকি উপস্থিত সকলেই যে যেভাবে ইচ্ছে নবী করীম (দঃ) কে বিভিন্ন অপমান সূচক ব্যবহার ও গালাগালী করল।

অপর একদিন হুজুরে পাক (দঃ) কা'বার আঙ্গিনাতে নামাজ পড়ছিলেন, হঠাৎ একদল কুরাইশ কা'বার আঙ্গিনায় উপস্থিত হয়ে সিজদা অবস্থায় রাসুলে পাকের পিঠের উপর উটের নাড়ীভুড়ী রেখে হৈ চৈ শুরু করে। হুজুর নাড়ীভুড়ীর ওজনে মাথা উত্তোলন করতে সক্ষম হচ্ছিলেন না। এই রূপ আরো অপমান সূচক আচরণ ও ঘটনার বিবরণ পবিত্র কোরআন ও হাদীসের পাতায় পাতায় স্বর্ন অক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। মহানবী (দঃ) এত লাঞ্ছিত নির্যাতিত হন। তারপরেও আল্লাহ পাকের মনোনীত ধর্ম ইসলামের প্রচার বন্ধ করেন নি।

২। অন্যদিকে কুরাইশ কাফেরগণ হুজুরে পাক (দঃ) কে প্রাণে বধ করার জন্য দারুন নদওয়া নামক স্থানে একত্রিত হয়ে শলা পরামর্শ করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত শেখ নজদীর কুপরামর্শ মোতাবেক তাঁকে হত্যার সংকল্পে তাঁর বাস ভবনও ঘেরাও করে। যার বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে দেখুন।

শেখ নজদী কর্তৃক নবী হত্যা কর্মসূচী

মহানবী হুজুর (দঃ) এর ইসলাম প্রচার এর পরিপ্রেক্ষিতে কুরাইশ কর্তৃক তিনটি পরিকল্পনা বা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় (১) প্রথম পরিকল্পনা ছিল মহানবীকে শর্তসাপেক্ষে নিজ দেশে-নিজ বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত রাখবে (২) দ্বিতীয় কর্মসূচী ছিল তাঁকে হত্যা করা হবে (৩) তৃতীয় কর্মসূচী ছিল তাঁকে মক্কা হতে বিতাড়িত করা হবে। এই তিনটি পরিকল্পনার দ্বিতীয় পরিকল্পনা (হত্যা) কে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে মহনবীর বাড়ী ঘেরাও করা হয়, তার বিস্তারিত আলোচনা আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনের মধ্যে নিম্ন আয়াতে বর্ণনা করেন।

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ - (سورة الانفال ٣٠)

আল্লাহ পাক বলেন হে নবী! কুফ্ফারে মক্কা আপনার সম্বন্ধে তিনটি কর্মসূচী গ্রহন করেছে। ১। শর্ত সাপেক্ষে আপনাকে নিজ দেশে বহাল রাখবে। ২। আপনাকে নিজ ঘরের মধ্যে হত্যা করবে। ৩। আপনাকে মক্কা হতে বের করে দিবে। আল্লাহ পাক বলেন: হে আমার প্রিয় হাবীব! আমি কাফেরদের উপরে উল্লেখিত তিনটি চক্রান্তই ব্যর্থ করে দিব।

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

নবী হত্যায় শেখ নজদীর কুপরামর্শ ঃ মক্কার পূর্ব প্রান্তে শেখ নজদী নামে একজন বৃদ্ধ বসবাস করতো। বয়সের দিক দিয়ে সে সকলের বয়স হতে দীর্ঘায়ু ছিল। তার নাম যাই থাকুক না কেন সে শেখ নজদী নামে খ্যাত ছিল। এই কমবখত মরদুদের আমলে "বসুস" নামক যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। আর তারই আমলে সেই যুদ্ধটি ৪০ বছর পর্যন্ত স্থায়িত্ব লাভ করে অবসান ঘটে। এই যুদ্ধের অবসানের পর আর একটি আরব বিখ্যাত যুদ্ধ শুরু হয়, সে যুদ্ধে ৭০ হাজার মানুষ অযথা যুদ্ধ করে প্রাণ হারায়। এই যুদ্ধটির ৫৩৪ ইং সনে অবসান ঘটে। এ ছাড়া আরবের মধ্যে যত আপত্তিকর ঘটনা ঘটতো প্রত্যেক ঘটনাতেই এ কুট বুদ্ধের কিছু না কিছু পরামর্শ থাকতো। এই কুটনা বুদ্ধের কুপরামর্শেই আবু জেহেল হুজুরে পাককে প্রাণে হত্যা করার জন্য উদ্যত হয়েছিল। নিম্নে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো।

দারুন নদওয়াতে শেখ নজদীর পদার্পন

দারুন নদওয়ার কমিটি সেন্টারে নবী হত্যার আলোচনা চলছিল। হঠাৎ সে মজলিসের মধ্যে আগমন করলো শয়তান শেখ নজদী। তার আগমনে সকল আরব গোত্র প্রধানগণ অত্যান্ত খুশী হলো। স্বয়ং আবু জেহেল সভাপতির আসন ছেড়ে দিয়ে নীচে বসল, আর সভাপতির আসনে বসালো শেখ নজদীকে। এই কুটনা বৃদ্ধ বলল, হে আরব গোত্রগণ! তোমরা কেন দারুন নদওয়াতে সমবেত হয়েছ, তা আমি নজদে বসেও জানি। আমার এই বৃদ্ধাবস্থায় যেখানে সেখানে যাওয়া সম্ভব নয়, তবে তোমাদের এই অধিবেসনটি বড় গুরুত্ব পূর্ণ বিধায় আমি বহু কষ্টে উপস্থিত হয়েছি। বিশ্বস্ত তাফসীর কারকগণ লেখেন এই বদ বৃদ্ধ দারুন নদওয়া কমিটিতে শীতের দরুন কম্বল পরিধান করে উপস্থিত হয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত শেখ নজদীর সভাপতিত্বে দারুন নদওয়ার সভা চললো। শেখ নজদী দাড়িয়ে বলল যে, তোমরা যে কাজে উপস্থিত হয়েছ এখন

তোমরা সে কাজে মনোনিবেশ কর। অতঃপর আবু জেহেল দাঁড়িয়ে বলল, হে মান্যবর, আমাদেরই মধ্যকার আবদুল্লার পুত্র (মোহাম্মদ) 'ইসলাম" নামে একটি নতুন ধর্মের প্রচার আরম্ভ করেছে। সে গোপনে গোপনে আমাদের অনেক লোককে তার ধর্মে দীক্ষিত করে ফেলেছে। দিন দিন তার অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমন কি সে তার গোত্রের আরব প্রখ্যাত নেতা আবু লাহাবকেও তার ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার আহবান জানাচ্ছে। এমতাবস্থায় আমরা নীরবতা অবলম্বন করলে একদিন হয়তো সকল আরব গোত্র তার ধর্মে দীক্ষিত হয়ে যাবে। তাই এখন কি করতে হবে পরস্পর পরামর্শের জন্য আমরা দারুন নদওয়াতে সমবেত হয়েছি। হে মাননীয় শেখ! আপনি যখন উপস্থিত হয়েছেন, তখন আমাদেরকে ইহা থেকে পরিত্রান লাভের জন্য একটি সুপরামর্শ দিবেন এটাই আমাদের একান্ত কামনা।

অতঃপর হারামজাদা শেখ নজদী আবু জেহেলের আবেদনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে দারুন নদওয়ায় উপস্থিত জনতাকে বলল, মোহাম্মদ যে ইসলামের শিক্ষা দিচ্ছে, তা যদি অংকুরেই বন্ধ না করা হয় তবে অচীরেই ইসলাম ধর্ম সারা আরবে বিস্তৃত হয়ে পড়বে। তাই মোহাম্মদের ধর্ম প্রচারকে প্রথমেই রুখতে হবে। সুতরাং এখন তোমরা মোহাম্মদ সম্বন্ধে কি করতে চাও। প্রত্যেক আরব গোত্র প্রস্তাব উথ্যাপন কর। শেষ সমাধানটা আমিই দিব। শেখ নজদীর নির্দেশ মোতাবেক দারুন নদওয়ায় আরব প্রধান উপস্থিত জনতা নিম্নোক্ত স্ব-স্ব প্রস্তাব উথ্যাপন করে।

১। প্রথম প্রস্তাব ঃ মহানবীর ইসলাম প্রচারের বিরুদ্ধে এক আরব গোত্র বলল, মোহাম্মদ (দঃ) কে দমন করতে হলে তাঁর হাত পা বেধে কোন একটি ঘরে আবদ্ধ করে রাখতে হবে। এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে মোহাম্মদের ধর্ম প্রচার বন্ধ হবে।

শেখ নজদী মঞ্চের আসন হতে ঝাড়া দিয়ে উঠে বলল, উক্ত প্রস্তাবটি আমার মোটেই গ্রহণযোগ্য হল না। কারণ মোহাম্মদের সাথীগণ যখন শুনবে যে, তাঁদের নবী ঘরে আবদ্ধ আছে তখন তারা জানে প্রাণে চেষ্টা

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

করে তাঁকে তথা হতে উদ্ধার করে নিবে। এ প্রস্তাবের কথাটি কোরআনের মধ্যে নিম্ন বাক্যে এরূপ বলা হয়েছে।

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ -

হে আমার হাবীব। কাফেরগণ আপনাকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখার পরিকল্পনা করেছে। তাই এখন থেকে আপনি সতর্ক থাকুন।

২। দ্বিতীয় প্রস্তাব ঃ এক গোত্র প্রধান বলল, মোহাম্মদকে দেশ ত্যাগী করা হউক। সে যেখানে ইচ্ছে সেখানে চলে যাক। শেখ নজদী বলল, এ প্রস্তাবটি অসম্পূর্ণ। শেখ নজদী কসম করে বলল, আমি জানি মোহাম্মদের কথা ও ভাষা অতি মিষ্টি। তাঁর কথায় প্রত্যেকের মন মুগ্ধ হয়ে যায়। সে যেখানেই থাকনা কেন তাঁর আলাপ আচরণে মানুষ মুগ্ধ হয়ে যাবে এবং তাঁর দল বৃদ্ধি পাবে। তখন সকল আরব গোত্রের উপর আক্রমণ চালাবে। কাফেরদের এই পরিকল্পনার কথা আল্লাহ পাকের কোরআনে নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে।

كَقَوْلِهِ تَعَالَى أَوْ يُخْرِجُوكَ -

হে হাবীব! আপনাকে মক্কা শহর হতে বের করার প্রস্তাব উত্থাপন করা হচ্ছে।

৩। তৃতীয় প্রস্তাব ঃ এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করল আরব নেতা আবুজেহেল। সে শেখ নজদীকে লক্ষ্য করে বলল যে, পূর্ববর্তী প্রস্তাবদ্বয় আমারও মনঃপূত হয় নি। কেননা মোহাম্মদকে ঘরে বেঁধে রাখা বা বহিস্কার করা জীবিত রাখারই নামান্তর। এখন আমি একটি প্রস্তাব পেশ করছি। শেখ নজদীকে বলল, মান্যবর আপনার মনঃপূত হলে গ্রহণ করবেন, নচেৎ প্রত্যাখান করে দিবেন। উহা হল এই যে, আমি চাই যে, মোহাম্মদকে হত্যা করা উক। শেখ নজদী বলল, এখনই সঠিক প্রস্তাব

উত্থাপিত করা হল। তবে এই প্রস্তাব খানা আমি আংশিক মেনে নিলাম। কারন মোহাম্মদকে হত্যা করা বড় কথা নয়, কেননা তাঁর মত কতই লোক দৈনন্দিন হত্যা হচ্ছে। তাই আমার মত বয়বৃদ্ধের পাকা বুদ্ধি এই যে, মোহাম্মদকে নিদ্রা অবস্থায় হত্যা করা হউক। আবুজেহেল হাতে তালী দিয়ে শেখ নজদীর প্রস্তাবকে মেনে নিল এবং পরস্পর সকল আরব গোত্র সকলেই তার প্রতি সমর্থন জানাল। আল্লাহ পাক তাঁর হাবীবের হত্যাকে কোরআনের মধ্যে لِيَقْتُلُوكَ শব্দে ব্যক্ত করেন। অর্থাৎ হে নবী! আপনাকে হত্যা করার ব্যবস্থা চলছে।

মহানবী (দঃ) এর বাড়ী ঘেরাও ঃ দারুন নদওয়া নামক বৈঠক হুজরে পাক (দঃ) এর হত্যার প্রস্তাব পাশ হওয়ার পূর্বেই হুজুরে পাক (দঃ) জিব্রাঈল (আঃ) কর্তৃক কাফেরদের কুকান্ড সম্পর্কে অবহিত করা হলো এবং পরবর্তীতে কি করতে হবে তাও জানায়ে দেয়া হল। এ দিকে একরাত্রে আবুজেহেলের নেতৃত্বে প্রত্যেক আরব গোত্র হতে কিছু সংখ্যক লোক তীর তরবারী হাতে নিয়ে হুজুরে পাক (দঃ) এর বাড়ী ঘেরাও করে ফেলে। এমন সময় হযরত জিব্রাঈল আমীন হুজুরে পাক (দঃ) কে কাফেরদের এ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে পরবর্তী সিদ্ধান্তের কথাও জানায়ে দিলেন। তাই হুজুরে পাক (দঃ) ঐ রাত্রে নিজ শয়ন কক্ষে তাঁর চাদর গায়ে জড়ায়ে হযরত আলীকে তাঁর বিছানায় শুয়ে থাকার জন্য আদেশ দিলেন এবং তাকে আরো বললেন যে, আমার আর মক্কাতে অবস্থান সম্ভব নয়। হে আলী (রাঃ) আমার নিকট মক্কাবাসীদের যে আমানত সংরক্ষিত রয়েছে তা স্ব স্ব আমানতকারীকে প্রদান করে তিনদিন পর তুমি মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় চলে এসো। হুজুরে পাক (দঃ) হযরত আলীকে এ নির্দেশ দেওয়ার সময় দেখেন কাফেরগণ বাড়ী ঘেরাও করে রেখেছে। হযরত আলী (রাঃ) বললেন, হুজুর আপনি নির্দেশ করুন আমি একটু কাফের-দেরকে আপনার বাড়ী ঘেরাওয়ের মজা দেখায়ে দেই। হযরত রাসুলে পাক (দঃ) বললেন, কোন ভয় নেই, আল্লাহ আমার সহায়ক রয়েছে। এই বলে

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

হুজুরে পাক (দঃ) আল্লাহ পাকের নির্দেশে স্বীয় পায়ের তলা হতে এক মুষ্টি বালি নিয়ে কাফেরদের প্রতি ছুড়ে মারলেন। আর অমনি ঐ বালু কণাগুলো কাফেরদের চক্ষুতে পড়ে সকলেই অন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর মহানবী হুজুরে পাক (দঃ) তাদের ভীড়ের মধ্য দিয়ে নিজ বাড়ীর সীমা ত্যাগ করে হযরত আবুবকর (রাঃ)এর বাড়ীতে এসে উপস্থিত হন। হযরত আবুবকর (রাঃ) কে পূর্ব হতেই অনুরূপ নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তাই তাঁরা এতদুদ্দেশ্যে রাত্রিতেই (গারে হেরা) হেরা পর্বতের গুহায় গিয়ে উপস্থিত হন।

হুজুরে পাক (দঃ) স্থান ত্যাগ করার পর কাফেরগণ তাঁর বাড়ী তল্লাশী দিল সেখানে দেখে যে, হযরত আলী (রাঃ) হুজুরে পাকের বিছানায় চাদর জড়ায়ে শুয়ে আছেন। অতঃপর তারা হযরত আলীকে জিজ্ঞাসা করলো "মোহাম্মদ কোথায়" ? তিনি উত্তর দিলেন হুজুরতো এখনই তোমাদের মধ্য দিয়ে স্থান ত্যাগ করলেন। এ দিকে মহানবী হুজুরে পাক (দঃ) হযরত আবুবকর (রাঃ) কে সাথে নিয়ে ছুর নামক গুহাতে এসে আত্ম গোপন করলেন। অতঃপর পরদিন হতে ২/৩ দিন পর্যন্ত কাফেরগণ সে গুহার চতুর দিকে বহুবার অনুসন্ধান করলো কিন্তু কোন খোঁজ পেলো না। হযরত রাসুলে পাক (দঃ) ও হযরত আবুবকর (রাঃ) উভয়ে তিন দিন পর্যন্ত গারে ছুরের মধ্যে অবস্থান করার পর চতুর্থ দিনে উল্টা পথে মদীনার দিকে রওয়ানা হলেন। অতঃপর মহানবী হুজুরে পাক (দঃ) মদীনায় এসে পৌঁছলে মদীনাবাসীগণ হুজুরে পাককে স্বাগতম জানালেন। যাকে ইসলামের পরিভাষায় বলা হয় হিজরত।

মহানবী হুজুরে পাক (দঃ) মদীনায় হিজরত করার পর হতে মক্কা ও মদীনার অধিবাসীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বেঁধে যায়। মদীনাবাসীগণ হুজুর পাক (দঃ) কে মক্কা হতে বের করার কারণে প্রতিশোধ নেওয়ার সংকল্প করে। এ নিয়ে মক্কা ও মদীনার মধ্যে বহু যুদ্ধও সংগঠিত হয়। মক্কার কাফের নেতাদের মধ্য হতে যারা হুজুরে পাক (দঃ) এর বাড়ী ঘেরাও করে

ছিল তাদের মধ্যকার ২৪ জন আরব নেতা বদর যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে প্রাণ হারায়ে জাহান্নামী হয়।

পাঠকবৃন্দ ঃ এখন চিন্তা করুন কুফ্ফারে কুরাইশ ইসলাম প্রচারকে কেন্দ্র করে নানা নাশকতা মূলক কাজে লিপ্ত হয়েছিল বটে তবে এ সবের মূলে কোন ব্যক্তির অধিক হাত ছিল তা প্রনিধান যোগ্য।

সাধারণ আরব গোত্র প্রধানগণ চেয়েছিল যে, শুধু ইসলামের নতুন ধর্ম প্রচার বন্ধ করা। কিন্তু তাদের লক্ষ্য ছিল না মহানবী হুজুরে পাক (দঃ) কে প্রাণে হত্যা করা। কারণ তারাতো প্রস্তাব দিয়েছিল নবীকে ঘরে আবদ্ধ করে রাখা অথবা দেশ হতে বহিস্কার করা। কিন্তু চরমপন্থী আবু জেহেল ও নজদের অধিবাসী শেখ নুজদী কুটনার কুমন্ত্রনায় সাধারণ আরবগণ হুজুরে পাক (দঃ) কে প্রাণে বদ করার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়। প্রকৃত পক্ষে বিচার করতে গেলে নবী হত্যা প্রস্তাবের জন্য একমাত্র দায়ী ব্যক্তি হল শেখ নজদী। এই এক ব্যক্তি যে নবীকে নিদ্রা যাপন অবস্থায় হত্যা করার পরামর্শ দিয়েছিল। শেখ নজদীর মতও আবুজেহেল হুজুরে পাক (দঃ) এর হত্যার প্রস্তাব করে। কিন্তু শেখ নজদীই রাসুলে পাক (দঃ) কে নিদ্রা যাপন অবস্থায় হত্যা করার পরামর্শ দিয়েছিল। শুধু তাই নয় অনেক সাহাবায়ে কেরামকেও নজদ বাসীরা হত্যা করেছিল যার বিবরণ পরবর্তীত দেখুন।

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

নজদের মাটিতে ৭০ জন সাহাবা হত্যা

মহানবী রাসূলে পাক (দঃ) কাফেরদের যন্ত্রনায় অতিষ্ট হয়ে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ পাকের নির্দেশে মক্কা ভূমি ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করতে বাধ্য হন। মদীনায় উপস্থিত হয়ে তিনি শুধু আত্ম রক্ষা করেন নি বরং মদীনায় তিনি প্রকাশ্য ভাবে পবিত্র ইসলাম প্রচার করেন ও তার ইসলাম প্রচারে যে, কয়টি পদ্ধতি উল্লেখ যোগ্য ছিল তন্মধ্যে দুটি পদ্ধতি হল বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। প্রথমটি হল কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা। যারা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বন্দী হত তারা বিনা শক্তি প্রয়োগেই ইসলামের আদর্শ উপলব্ধি করতঃ পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতেন।

মহানবী রাসূলে পাক (দঃ) এর ইসলাম প্রচারের দ্বিতীয় পদ্ধতিটি ছিল যে, তিনি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সাহাবা কেরামদেরকে আরব প্রতিবেশী দেশে প্রেরণ করতেন। তাঁরা সেখানে পৌঁছে কোরআন ও হাদীসের অমীয় বানী দ্বারা নিজ বুদ্ধ হেকমতে জন সাধারনের মধ্যে ইসলাম প্রচার করতেন এ দুই প্রক্রিয়ায় ইসলামের প্রথম যুগে ইসলাম প্রচারিত হত।

সুতরাং ৪ হিজরী সনের সফর মাসে ইসলাম প্রচারের জন্য হুজুরে পাক (দঃ) নজদের ভূমিতে ৭০ জন সাহাবা কেরামদেরকে প্রেরণ করে ছিলেন। কিন্তু নজদীগণ সে প্রেরিত ৭০ জন সাহাবাকে নির্মম ভাবে হত্যা করে। নিম্নে সেই ঘটনাটি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

বিরে মাউনায় ৭০ জন সাহাবীর হত্যার ঘটনা ঃ

"বিরে মাউনা" নজদের একটি প্রসিদ্ধ কুপের নাম। এই কারণেই সেখানকার স্থানীয় গ্রামের নাম "বিরে মাউন" হয়। এই বিরে মাউনাতে ৭০ জন সুশিক্ষিত মোবাললেগ সাহাবা কেরামগণকে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়েছিল। যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

নজদের সকল অধিবাসী জন্মগত ভাবেই কাফের বা বেঈমান ছিল। তবে তাদের মধ্য হতে "বারা" নামক একজন নজদী মদীনায় উপস্থিত হয়ে হুজুর (দঃ) এর হাতে বায়াত গ্রহন করে। অতঃপর কিছু দিন মদীনায় অবস্থান করে ইসলামী শিক্ষা গ্রহন করে। "আবুল বারাহ (রাঃ)" নিজ দেশে ফিরার পূর্বে হুজুরে পাক (দঃ) এর খেদমতে অনুরোধ জানান যে, হুজুর! নজদের অধিবাসীদের মধ্যে আমি একমাত্র মুসলমান। আপনি যদি আমার সঙ্গে কতিপয় মোবাল্লেগ সাহাবী পাঠান, তবে আমি আশাকরি নজদের অধিবাসীগণ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হবে। হুজুর আকরাম (দঃ) বললেন, আমি নজদে কোন মোবাল্লেগ পাঠাতে পারি না। কারণ সকল নজদী গাদ্দার, কাফের ও মুনাফেক। সে দেশেরই এক বৃদ্ধ কাফের দারুন নদওয়াতে আমাকে নিদ্রিত অবস্থায় হত্যা করার পরামর্শ দিয়েছিল। হযরত নবী করীম (দঃ) নজদবাসী সম্বন্ধে এতটুকু বলার পরও হযরত আবুল বারা (রাঃ) বারংবার একই কথা বলতে থাকে, হুজুর! আমি আশা করি আপনি সেখানে মুবাল্লেগ প্রেরন করে উপকৃত হবেন।

হযরত আবুল বারা (রাঃ) এর বারংবার অনুরোধের পর হযরত নবী করীম (দঃ) ৭০ জন সুশিক্ষিত সাহাবাকেরামকে "নজদে" প্রেরন করেন। আবুল বারা (রাঃ) এই ৭০ জনের নিরাপত্তা বিধানের চুক্তিবদ্ধ হন।

হুজুর পাক (দঃ) "মানযীর" বিন আমের (রাঃ) কে ৭০ জনের উপর আমীর নিয়োগ করলেন। হযরত মানযিরের হাতে হুজুর পাক (দঃ) এর হস্তলিখিত একখানা পত্র দেয়া হয়। হযরত আবুল বারা (রাঃ) এর পথ প্রদর্শনে ৭০ জন প্রখ্যাত শিক্ষিত সাহাবা কেরাম নজদের নেতা আবুত তোফায়েলের নিকট বীরে মাউনা গ্রামে উপস্থিত হন। আবুত তোফায়েল জিজ্ঞেস করল যে, তোমরা কারা? হযরত মানযির তখন মহানবীর হস্ত লিখিত পত্রখানা আবুত তোফায়েলের হাতে দিলেন। সেই মরদুদ পত্র খানা একটু না পড়ে সঙ্গে সঙ্গে ছিড়ে ফেলে দিল। অতঃপর সেই মরদুদ

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

দরবারের পিছন দিকে তাকায়ে একজন কুর্দি'কে নির্দেশ দিল পত্র বাহক মানবিরকে হত্যা করার জন্য। কুর্দি নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হযরত মানবিরকে নির্মমভাবে হত্যা করলো।

হযরত মানযির(রাঃ)কে হত্যা করার পর নজদী নেতা অবশিষ্ট সাহাবা কেরামগণকে হত্যা করার নির্দেশ দিল। হযরত আবুল বারা (রাঃ) এর স্ববংশগণ এই হত্যা কান্ডের প্রতিবাদ জানালে বলল, এই নিরপরাদ সাহাবাগণের দোষ কি ? তাদেরকে আমাদের নজদবাসী আবুল বারা নিরাপত্তা বিধান দিয়ে নজদে নিয়ে এসেছে।

নজদের নেতা আবুত তোফায়েল যখন দেখলো তার হত্যার নির্দেশ কার্য্যকরী হচ্ছে না, তখন আবুল বারার বংশের লোকদের বাদ দিয়ে নজদের অধিবাসী চারটি আরব গোত্রকে সাহাবাগণকে হত্যার নির্দেশ দিল। নির্দেশকৃত চার গোত্রের নাম। ১। রয়েল। ২। যাকওয়ান। ৩। ওছাই ও ৪। বনীলেইহান।

উপর উল্লেখিত চার গোত্র বাহিনী অতর্কিত হামলা করে মোবাল্লাগ সাহাবাগণকে হত্যা করে। এই শহীদানদের লাশের স্তুপের মধ্যে হযরত কা'ব বিন যায়েদ আহত অবস্থায় মৃতের ভান করে পড়ে থাকেন। যখন হত্যাকারীগণ সাহাবাগণকে এক এক করে নির্মমভাবে হত্যা করার পর প্রত্যেকে নিজ নিজ কাজে লিপ্ত হয়, তখন হযরত কা'ব বিন যায়েদ লাশের স্তুপ হতে উঠে অতি কষ্ট করে মদীনার পথে রওয়ানা দেন। তিনি কয়েক দিন পর্যন্ত মদীনার পথ অতিক্রম করার পর পথে দেখেন যে, একটি গাছের ছায়ায় দু'ব্যক্তি নিদ্রা যাপন করতেছে। হযরত কা'ব ঐ দু'জনকে নজদের অধিবাসী মনে করে নিদ্রা অবস্থায় হত্যা করেন এবং হযরত কা'ব (রাঃ) মদীনায় উপস্থিত হয়ে বললেন, হুজুর ! আমি দু'জন নজদীকে গাছের নীচে হত্যা করে ৭০ জন সাহাবা হত্যার বদলা নিয়েছি। হুজুর (দঃ) বললেন, তারা দু'জনতো নজদী নয়, বরং তারা আমার প্রতিশ্রুতিত ভিন্ন দেশী। তাই এই দু'জনের হত্যার খেসারত আমারই বহন করতে হবে।

অতঃপর হযরত নবী করীম (দঃ) হযরত কা'বকে লক্ষ্যকরে বললেন, হে কা'ব ! নজদের মাটিতে কি নির্মম হত্যা চলতেছিল তা আমি জানি। নজদীগণ জন্মগতই বেদ্বীন। তবে আমি আবুল বারা সাহাবীর অনুরোধে ৭০ জন প্রশিক্ষিত সাহাবাগণকে নজদে প্রেরন করে ছিলাম। হে সাহাবা-কেরামগণ ! এসো নজদীবাসীদের ধ্বংসের জন্য নামাজান্তে কুনুতে নাজেলা পাঠ করে বদদোয়া করি।

তারপর হতে হযরত নবী করীম (দঃ) নামাজান্তে রুকুর পর একমাস পর্যন্ত কুনুতে নাজেলা পাঠ করে গোঠা নজদের অধিবাসীর জন্য বদদোয়া করতে থাকেন। তবে এই কুনুতে নাজেলা পাঠ করা পরবর্তিতে রহিত হয়ে যায়।

পাঠক ঃ বদদোয়া, কাউকে অভিশাপ দেয়া নবী করীম (দঃ) এর শানের বরখেলাপ ছিল। জীবনে তিনি কারো জন্য বদদোয়া করেন নি। উহুদের ময়দানে তাঁর নুরানী শরীরের উপর কত বড় আঘাত এসেছে, দাঁত মোবারক শহীদ হয়েছে, তারপরও তিনি মুখে উচ্চারণ করেন اللهم اهد قومى ! আল্লাহ তুমি আমার কাওমকে হেদায়েত কর। তবে তিনি নজদের মধ্যে ৭০ জন সাহাবা কেরাম শহীদ হওয়ার খবর পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলে নজদীদের জন্য বদদোয়া করেন। এমন কি নামাজান্তে কুনুতে নাজেলা পাঠ করতঃ নজদের অধিবাসীদের জন্য বদদোয়া করেন। (বোখারী কিতাবুল মাগাজী)

বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, আজকাল সেই নজদের মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব এর অনুসারী এবং হিন্দুস্থান দেওবন্দের আলেমদের নিকট সাহাবা হত্যা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। তারা তাদের রচনাবলীতে লেখেছেন কেউ কোন সাহাবাকে কাফের বললে সুন্নীয়ত বাতিল হয় না। নজদী আকীদা ভাল ছিল, শক্তছিল ও পাকা ছিল। (ফতোয়ায়ে রশিদিয়া)

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

নজদে "রেজেয়ীতে" সাহাবা হত্যা

(৫৭৫ পৃষ্ঠা বোখারী শরীফ)

নজদের অর্ন্তভূক্ত "রেজেয়ী" নামক একটি বস্তি রয়েছে। সে বস্তিতে সাহাবা হত্যার যে হৃদয় বিদারক ঘটনা ঘটেছে তা ইমাম বোখারী (রঃ) বোখারী শরীফের মধ্যে বিশেষ ভাবে বর্ণনা করেছেন। আমি এখানে তা সংক্ষেপে আলোকপাত করছি।

ইসলামের প্রারম্ভে হযরত রাসূলে পাক (দঃ) মক্কা মদীনার প্রতিবেশী দেশের মধ্যে ইসলাম প্রচারের জন্য মোবাল্লেগ পাঠাতেন। একবার আট দশ জন মোবাল্লেগের উপর হযরত আছেম (রাঃ) কে প্রতিনিধি করে নজদের অজ্ঞাত রেজেয়ী নামক স্থানে প্রেরন করেন, জাকওয়ানবাসীগণ সাহাবাগণের আগমনের সংবাদ পেয়ে তাঁদেরকে হত্যা করার প্রস্তুতি নেয়। সাহাবাগন নজদী কাফেরগণের প্রস্তুতি দেখে একটি পাহাড়ের মধ্যে আত্ম গোপন করেন। নজদীগণ সাহাবাগণকে হত্যা করবে না বলে আশ্বাস দিয়ে তাঁদেরকে অবতরনের আহবান করলো। হযরত আছেম (রাঃ) উত্তর দিলেন, আমরা কাফেরের নিরাপত্তার বিশ্বাসী নই। নজদীগণ এই উত্তর পেয়ে তাঁদেরকে লক্ষ্য করে পাহাড়ের উপর তীর বর্ষণ করতে থাকে। হযরত আছেম (রাঃ) তীরের আঘাতে শহীদ হয়ে গেলেন। শাহাদাত বরন কালে হযরত আছেম দোয়া করতে থাকেন হে আল্লাহ! আমাদের এই মর্মান্তিক অবস্থার সংবাদ টুকু আমাদের রাসূলের নিকট পৌঁছে দাও। তাঁর শাহাদাত লাভের পর তাঁর সাথী হযরত যায়েদ, খোবাইব ও আবদুল্লাহ বিন তারেক রাঃ) কে নজদীগণ নিরাপত্তা বিধান দিয়ে পাহাড়ের উপর থেকে নীচে নামালো এবং অতর্কিত আক্রমন করে সাহাবাগণের হাতিয়ার ছিনাইয়া নিলো। অতঃপর তাঁদেরকে পিছন দিক থেকে বেঁধে ফেলল। এবং সকলকে "রেজেয়ীর" বস্তিতে নেয়ার জন্য টানাটানি করলে আবদুল্লাহ বিন তারেক যেতে রাজী না হওয়াতে তাঁকে সে পাহাড়ের নীচেই শহীদ করেদিল। হযরত যায়েদ ও খোবাইব (রাঃ) কে বেঁধে প্রথমতঃ রেজেয়ীর বস্তিতে নিয়ে গেল। সেখানে এই দু'জনকেও বহু কষ্ট দিয়ে পরিশেষে মক্কার বাজারে নিয়ে গেল। হযরত খোবাইবকে হারেছ বিন নওফেলের সন্তানদের নিকট বিক্রি করে দিল। হারেছের সন্তানগণ খোবাইবকে বাড়ীতে নিয়ে কোপায়ে কোপায়ে সূলিতে আরোহন করাল। কারণ হযরত খোবায়েব হারেছকে বদর যুদ্ধের মধ্যে নিহত করেছিল। হুজুর আকরাম (দঃ) এই নির্যাতনের সংবাদ পেয়ে হযরত আমর বিন উমাইয়া জমীরী (রাঃ) কে খোবাইবের লাশ উদ্ধার করার জন্য মক্কায় প্রেরন করেন। হযরত খোবাইব (রাঃ) কে তিনি যখন উদ্ধার করেন তখন কাফেরগণ মদ পানে নিমগ্ন ছিল। হযরত আমর (রাঃ) খোবাইবের লাশ কাঁধে করে মদীনার পথে রওয়ানা দিলে তার কিছুক্ষণ বাদ কাফেরগণ এ রহস্যটি জানতে পারলো তখনই পিছন থেকে ধাওয়া করে। হযরত আমর (রাঃ) কোন উপায় না দেখে লাশকে মাটিতে ফেলে দেন। সাথে সাথে মাটি খোবাইবের লাশকে গ্রাস করে নেয়। কাফেরগণ বহু তালাশ করে খোবাইবের লাশ পেল না। অতঃপর তারা নিজ বাস স্থানের দিকে রওয়ানা হয়ে যায়।

উপরে উল্লেখিত ঘটনাটি বিরে মাউনার ঘটনা সংগঠিত হওয়ার সামান্য কিছু পূর্বেই ঘটে ছিল।

মসজিদ নয় ধর্ম নাশের ষাঁতাকল

ইসলামের শুরুতেই ইসলামের শত্রুগণ হযরত মহানবী (দঃ) এর সাথে বহু যুদ্ধ করে ও তাঁকে হত্যা করতে সক্ষম হয় নি। হুজুর পাক (দঃ) কে হত্যা করতে গিয়ে স্বয়ং তারাই হত্যা হয়েছে। যেমন ইসলামের প্রথম যুদ্ধ বদর ময়দানে অন্ততঃ ২৪ জন আরব বিখ্যাত নেতা প্রাণ হারায়।

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

এ কারনেই হুজুরে পুর নুর (দঃ) হিজরত করে মদীনায় বসতি স্থাপন করার পরও কুফ্ফারে কুরাইশগণ ইসলামের শত্রুতায় নবীর শত্রুতায় মেতে উঠে। তারা মদীনার মুনাফেকদের সাথে এ মর্মে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল যে, যখন নবী (দঃ) মক্কা ত্যাগকরে মদীনায় বসতি স্থাপন করেছেন তোমাদের প্রতি আমাদের অনুরোধ রইল তোমরা তাঁকে মদীনাতেই হত্যা করবে। মদীনার মুনাফেকগণ কুরাইশদের বন্ধুত্বের খাতিরে হুজুরে পাক (দঃ) কে হত্যা করার বহু পরিকল্পনা অংকন করে। কিন্তু তাদের প্রত্যেকটি পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়।

মুনাফেকদের একটি পরিকল্পনা ছিল যে, ইবাদত উপাসনার নামে তারা জেরার নামে একটি মসজিদ নির্মান করে এবং তথায় নবীকে উদ্বোধনী দাওয়াত দেয় তাদের লক্ষ্য ছিল তিনি যখন মসজিদে উপস্থিত হবেন, ঠিক তখন তারা সংঘবদ্ধ আক্রমন চালিয়ে তাঁকে হত্যা করবে। কিন্তু মহানবী (দঃ) মক্কায় যেরূপ কাফের হতে সতর্ক ছিলেন, তদ্রূপ মদীনাতেও মুনাফেক হতে অধিক শতর্ক ছিলেন। এই সতর্কের মূল মন্ত্র ছিল আল্লাহ পাক মুনাফেকদের তথাকথিত মসজিদ খানাকে অনিষ্টকারী মসজিদ নামে অভিহিত করেন। যেমন বলেন ঃ

والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا -

মুনাফিকরা হল এরূপ ব্যক্তি যারা মসজিদ নির্মান করেছে। যা হল অনিষ্টকারী ও কুফরীতে ভরপুর। অর্থাৎ মুনাফেকদের উদ্দেশ্য হল তারা তথায় আপনাকে হত্যা করে কুফরীতে লিপ্ত হবে। (আপনি শতর্ক হউন)

মসজিদে যেরার অনিষ্টকারী মসজিদ হল কিরূপে তা আল্লাহ পাক কোরআনের মধ্যে ব্যাখ্যা করেন নি। তবে হাদীস শরীফের মধ্যে উহার বিস্তারিত আলোচনা বর্ণিত আছে। আমি সেই আলোচনাটি এখানে সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করবো ইনশা আল্লাহ।

"জাল্লস" নামক একজন প্রসিদ্ধ মুনাফিকের নির্দেশে মসজিদে কোবার পাশা পাশি একটি মসজিদ নির্মান করা হয়। এতে মুনাফিকদের উদ্দেশ্য ছিল যে, হুজুরে পাক (দঃ) যখনই সে মসজিদখানাকে উদ্বোধন করতে আসবেন, তখনই তাঁর চতুর্দিক ঘেরাও করে তাঁকে সেখানে হত্যা করে ফেলবে।

এতদ উদ্দেশ্যকে মোনাফিকগণ অন্তরে গোপন করে রেখে তারা কয়েক মাস যাবত অতি পরিশ্রম করে তথাকথিত মসজিদ খানা নির্মান করে। নির্মান কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর তারা হুজুর (দঃ)-কে উদ্বোধন করার দাওয়াত দিল। আর বলল যে, হুজুর! ইবাদত ও উপাসনার খাতিরে আমরা "কোবার' ন্যায় আর একটি মসজিদ তৈরী করছি। আপনি সেখানে পদার্পন করতঃ বরকতের জন্য দোয়ায়ে খায়ের করুন। উদ্বোধনী দাওয়াত কালে রাসুলে পাক (দঃ) তাবুকের যুদ্ধ পথে রওয়ানা দিচ্ছিলেন তাই তিনি মুনাফিকদেরকে উত্তর দিলেন যে, আমি তোমাদের দাওয়াত সম্বন্ধে পরে বিবেচনা করব এখন তোমরা যদি খাটি মুসলমান হও তবে আমার সঙ্গে তাবুকের পথে রওয়ানা হও। তখন মুনাফিকেরা ওজর আপত্তি জানাতে থাকে। কেহ বলে হুজুর আমার কয়দিন হতে জ্বর। কেহ বলে আমার পরিবার অসুস্থ ইত্যাদি ইত্যাদি। এরূপ আরো অনেক ওজর আপত্তি পেশ করে তারা নবীর সঙ্গে তাবুকের যুদ্ধে যাওয়া হতে বিরত থাকলো।

হুজুরে পাক (দঃ) তাঁর ধর্মপ্রাণ সঙ্গী সাহাবাগণকে সঙ্গে করে তাবুকের পথে রওয়ানা দিলেন। যুদ্ধ পরিসমাপ্তির পর তিনি আবার মদীনার পথে রওয়ানা দিলেন। চলতে চলতে তিনি যখন তাবুক ও মদীনার মধ্যস্থানে (আকাবায়) উপস্থিত হন, তখন দাওয়াত দাতা মুনাফিকগণ সে আকাবার ঘাটিতে উপস্থিত হয়ে হুজুর পাক (দঃ)-কে প্রাণে বধ করার ষড়যন্ত্র করে। হুজুর জানতেন যে, মুনাফিকগণ পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে। তাই

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

তিনি সাহাবাগণকে বললেন যে, আমি যখন আকাবা ঘাটির নিকটে পেঁছবো তখন তোমরা সে ঘাটির দু'ধারের বস্তিতে পথ আগাতে থাকবে। আমি একাই আকাবার 'মধ্য' পথ দিয়ে অতিক্রম করবো। সাহাবাগণ হুজুর পাক (দঃ) এর নির্দেশ মোতাবেক বস্তির দু'ধারের পথে মদীনার দিকে এগিয়ে চললেন ও ইমার বিন্ ইয়াসেরকে বললেন তুমি আমার উটের লাগাম ধরে সামনের দিকে পথ নির্দেশ কর। হযরত হুজায়ফা বিন ইয়ামন (রাঃ) কে বললেন, তুমি আমার উটের পিছে পিছে থেকো। হুজুরে পাক (দঃ) এ নিয়মে পথ অতিক্রম করতে লাগলেন। যখন 'আকাবা' ঘাটির মুখে উপস্থিত হতে থাকেন, তখন তিনি পিছের দিক হতে শত্রুর উটের পায়ের শব্দ ও অস্ত্রের ঝনঝনানী শুনলেন। হযরত হুজায়ফা শত্রু অক্রমন দেখে চিৎকার দিতে থাকেন, হে শত্রুর দল! নবীর পথ রুদ্ধ করোনা এর ফলাফল ভাল হবে না। হুজায়ফা (রাঃ)এর চিৎকার শুনে বস্তি পথে চলমান সাহাবাগণ যখন হুজুরের দিকে এগিয়ে আসলেন তখন মুনাফিকের দল পার্শ্ববর্তী বস্তিতে পলায়ন করে। অতঃপর মহানবী রাসুলে পাক (দঃ) নিরাপদে পথ অতিক্রম করে মদীনায় উপস্থিত হন। পথিমধ্যেই উপরে বর্ণিত আয়াতখানা অবতীর্ণ হয়েছিল। অর্থাৎ যে আয়াতের মধ্যে মুনাফিক নির্মিত মসজিদখানা ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ আছে। অতঃপর হুজুরে পাক (দঃ) মদীনায় উপস্থিত হয়ে তথাকথিত মসজিদে যিরারকে সাহাবাদের সাহায্যে স্বহস্তে ভেঙ্গে চুরমার করে দিলেন।

পাঠক ঃ যে মসজিদের মূলভিত্তি স্থাপন ধর্ম ধ্বংসের জন্য হয় সে মসজিদ যত বড় বা ছোট হোক না কেন উহাকে ভেঙ্গে ফেলা উচিৎ। সে হিসেবে কাকরাইলের মসজিদ খানা সম্পর্কে প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মুসলমান ভাইদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কারণ ইসলামের পাঁচ বেনার পরিপন্থী তাবলীগী ছয় উছুল প্রচারের জন্য উক্ত কাকরাইলের মসজিদ নামে আবাসিক হোটেলটি আজও নির্ধারিত। মসজিদে মেহরাব থাকে তবে কাকরাইলে তা নেই। কাকরাইলের মসজিদটি মসজিদ নয়, বরং থাকা খাওয়ার উন্নত মানের আবাসিক হোটেল মাত্র।

হুজুরে পাক (দঃ) তথাকথিত মসজিদে যিরারকে সমূলে ভেঙ্গে ফেলে সে স্থানে মসজিদে "ফাতেমা" নামে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। আজ সেই মসজিদ খানা নজদীদের হাতে ধ্বংস প্রাপ্ত। এ ধ্বংসের মূল কারণ এও হতে পারে যে, নজদীগণ কাফের ও মুনাফিক পন্থী ছিল। হযরত নবী করীম (দঃ) মুনাফিকদের নির্মিত মসজিদ যখন ধ্বংস করেছেন তাই তারা প্রতিশোধ স্বরূপ মসজিদে ফাতেমাকে ভেঙ্গে দেয়। এ ছাড়া নজদীগণ উহুদ ময়দানে নির্মিত মসজিদে "সানায়া" কেও ভেঙ্গে নির্মূল করেছে। মসজিদে "মায়েদা" ও মসজিদে "ইজাবা" এর বর্তমান অনুরূপ অবস্থা।

কতিপয় সহীহ হাদীসের মাধ্যমে নজদী পরিচয়

কা'বার সোজা পূর্ব দিকের একটি মরুময় ঘূর্ণিত অঞ্চলকে "নজদ" বলে। এ অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসীরা আল্লাহ পাকের গজব প্রাপ্ত এবং মহানবী হুজুরে পাক (দঃ) এর অভিশপ্ত। মক্কা বিজয়ের পর হযরত নবী করীম (দঃ) নজদকে আরবের অন্যান্য দেশ হতে পৃথক করে ঘূর্ণিত অঞ্চল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি খানায়ে কাবার সঙ্গে সম্পর্ক করে বলেন–রোকনে ইয়ামনী, রোকনে শামী ও রোকনে ইরাকী। কিন্তু এখানে রোকনে নজদী বলে হুজুরে পাক (দঃ) কা'বা শরীফের দিক চিহ্নিত করেন নি। কারণ নজদীগণ প্রকৃত "কা'বা" পন্থী ছিলনা।

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

মহানবী (দঃ) এর ইসলাম প্রচার কালে কা'বা শরীফের চতুর্দিকের কাফেররা ইসলামী আদর্শে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। আর মক্কা হতে দূর দূরান্তের অবস্থানরত অধিবাসীরা ইসলাম প্রবর্তক মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর চরিত্র ও আদর্শে মুগ্ধ হয়ে কালাম পাক-এর মহাবাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁরা "ওফদ" বা ইসলামী দল নাম ধারণ করতঃ মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হয়। সে সময় তাঁদের কারো কারো মুখে উচ্চারিত হচ্ছিল "ইয়া নবী আল্লাহ" আর কারো মুখে উচ্চারিত হতো আল্লাহু আকবার। তাঁরা দূরদূরান্ত হতে কা'বা শরীফের আঙ্গিনাতে উপস্থিত হয়ে হুজুরে পাক (দঃ)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহন করতঃ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন। এমন কি "নসিবাইনের" জনীন জাতি পর্যন্ত হযরত রাসূলে পাক (দঃ) এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে। কিন্তু কমবখত কোন নজদী হুজুরে পাক (দঃ) এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ঈমান লাভ করে নাই। বরং নজদীগণ ঈমান লাভের পরিবর্তে ঈমানদারগণকে নির্মমভাবে হত্যা করতো। এ কথার জ্বলন্ত প্রমাণ নজদের বীরে-মাউনাতে ৭০ জন ঈমানদার মোবাল্লিগ হাফেজে কোরআন সাহাবাকে হত্যা করা ও "রজি" -এর ঘটনাতে হযরত খোবাইব (রাঃ) কে শূলিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা। এই দু'টি ঘটনার বিস্তারিত আলোচনা বোখারী শরীফের মধ্যে বর্ণিত আছে। ইনশাআল্লাহ আমি ইতিপূর্বে এ দু'টি ঘটনার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি।

প্রকৃত পক্ষে নজদীগণ ছিল জন্মগত নাফরমান নাস্তিক ও কাফের। প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) নজদ ও নজদীবাসীদের সম্বন্ধে কি কি অভিমত পোষণ করেন সে ব্যাপারে সহীহ সনদ সূত্রে কয়েকটি হাদীস নিম্নে বর্ণিত হল।

(১) عن ابى هريرة (رض) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر من ها هنا حيث يطلع قرن الشيطان (بخارى - مسلم)

(১) হাদীস ঃ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন যে, প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) বলেছেন, মূল কুফর বা প্রধান কাফের পূর্ব দিকে। অর্থাৎ মক্কার পূর্ব দিকে আরব ভূ-খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ঘূর্ণিত প্রদেশ "নজদ" অবস্থিত। রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী সেঁখানেই কাফেরদের মূল ঘাটি অবস্থিত। অথবা ঐ এলাকাতে যারা বসবাস করছে তারাই প্রকৃত কাফের। কারন, তথাকারই তথাকথিত শেখ নজদী প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ)-কে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করার জন্য আবু জেহেলকে কুপরামর্শ দিয়েছিল। তাই প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) যখনই পূর্ব-মুখী হতেন, তখনই তিনি পূর্ব দিককে অভিশপ্ত আখ্যায়িত করে বদ-দোয়া করতেন।

মহানবী হুজুরে পাক (দঃ) এই হাদীসটির দ্বিতীয় অংশে বলেন, এই নজদ হতে শয়তানের ধারাল শিং এর আবির্ভাব হবে। দ্বিতীয় বাক্যটির মধ্যে "করনুশ শয়তান" বা শয়তানের প্রথম শিং মিথ্যা নবুয়তের দাবীদার মুসায়লামা কাজ্জাব এবং দ্বিতীয় শিং দ্বারা মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর উদ্দেশ্যে উপরোক্ত বক্তব্য পেশ করেন। মহানবী হুজুরে পাক (দঃ)-এর এই ভবিষ্যতবানীটি ১৪শত বছরের মধ্যে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তব রূপ ধারন করেছে। প্রথম শিং-কে দমন করা হয় হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর খেলাফত কালে। আধুনিক কালের শয়তানের শিং অর্থাৎ ১৮০১ইং ওহাবীরা সাউদ বিন আবদুল আজিজের নেতৃত্বে কারবালার পবিত্র ভূমি হতে হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর পবিত্র মাজার ভেঙ্গে দেয়। ১৮০৩ইং সালে মক্কা আক্রমন করে কা'বা শরীফের গিলাপ ছিঁড়ে ফেলে। আম্বিয়া, আওলিয়া, সাহাবা কেরামদের কবর ও মাজার সমূহ ভেঙ্গে ফেলে। ১৮০৪ইং মদীনা শরীফ আক্রমন করে। এই পবিত্র স্থানটি ১৮১০ইং পর্যন্ত ওহাবীদের দখলে ছিল। তাদের অধীনে থাকা অবস্থায় তারা জান্নাতুল বাকীর সকল মাজার সমূহ ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছিল। এমন কি হুজুরে পাক (দঃ) এর রওজা পাকের উপরও ঘৃণিত কালো

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

থাবা বিস্তার করেছিল। ওহাবীরা যে কুফরী কর্মে লিপ্ত হয়েছিল তা পবিত্র কোরআনে ঘোষিত কাফেরগণও এরূপ অপকর্মে লিপ্ত হয় নি। বড় পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের এতদ্দেশীয় দেওবন্দীগণও আবদুল ওহাব নজদীকে সংস্কারক বলে আখ্যায়িত করে আসছে। তারা তার প্রশংসা করে থাকে এবং তারই অভিমত সমূহকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানিয়ে তার কুফরী ক্রিয়া কর্মের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছে। এমন কি বর্তমানেও অনুরূপ আকিদা পোষণ করে চলছে। তাদেরই একটি শাখা হল বর্তমান ইলিয়াসী তাবলীগী সম্প্রদায়। তাই সরলপ্রাণ মুসলমান ভাইদেরকে তাদের অপকর্ম হতে দূরে সরে দাঁড়াবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

নজদী পন্থীদের তায়েফ আক্রমন

তায়েফ আক্রমণের কুকর্ম ওহাবী ফের্কা পন্থীদের অন্যতম কুকীর্তি। তারা এ পবিত্র স্থানটি করতলগত করে সেখানকার ঈমানদার অধিবাসীগণকে নির্মম ভাবে হত্যা করতে থাকে। তাদের জুলুম সীমা অতিক্রম করে ছিল। তারা মায়ের সামনে শিশুকে হত্যা করেছে। একদিনের ঘটনা : এক স্থানে কতিপয় লোক কোরআন তেলাওয়াত করছিলেন ওহাবীরা তাদেরকে সেখানে হত্যা করে। অনেক মসজিদের মুসল্লিগণকে নামাজে রত থাকা অবস্থায় হত্যা করে। এই ভাবে তারা একদিনে ২৭০ জন মানুষকে হত্যা করেছিল। ওহাবীরা তায়েফের বস্তি সমূহে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। শুধু তাই না এ ছাড়া ওহাবীদের আরো অনেক কুকীর্তি রয়েছে। ১২১৭ হিজরীতে এসব কুকর্ম সংগঠিত হয়। (নজদ ও হেজাজ ১৬২ পৃঃ)

(٢) عن ابن عمر (رض) عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال وهو مستقبل المشرق ان الفتنة هاهنا (بخارى - مسلم)

আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি হুজুর আকরাম (দঃ) হতে হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন, একদা প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) পূর্ব মুখী হয়ে অর্থাৎ নজদের দিকে ফিরে বলেছেন, এ দিক হতে ফেতনা ফাসাদ আবির্ভূত হবে। এ পূর্ব দিক উল্লেখ করে হুজুরে পাক (দঃ) নজদকেই উদ্দেশ্য করেছেন, বিভিন্ন হাদীসের ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থে এরূপ মন্তব্য করা হয়েছে। (বোখারী, মুসলিম)

(٣) قال النبى صلى الله عليه وسلم رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء فى اهل الخيل والابل -

○ وفى رواية قال صلى الله عليه وسلم غلظ القلوب والجفاء بالمشرق والايمان فى اهل الحجاز -

হযরত নবী করীম (দঃ) এরশাদ করেন, মূল কুফর পূর্ব দিকে এবং গর্ব ও অহংকার রাখালদের মধ্যে।

অন্য আর এক বর্ণনাতে রয়েছে যে, কঠিন অন্তর ও জুলুম অত্যাচার পূর্ব দিকের লোকদের মধ্য থেকে আবির্ভূত হবে। আর "ঈমান" হেজাজ এর বাসিন্দাদের মধ্যে থাকবে।

প্রিয় পাঠক। উপরোক্ত হাদীসদ্বয়ের দ্বারা নজদ ও নজদ বাসীদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝানো হয়েছে। কারণ গর্ব ও অহংকার এবং জুলুম ও অত্যাচার তাদের দ্বারা যেমন প্রকাশ পেয়েছে এরূপ আর কোন এলাকার লোকদের দ্বারা তা প্রকাশিত হয় নি।

(٤) قال النبى (ص) يخرج ناس من المشرق يقرؤن القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية سيماهم التحليق -

হযরত নবী করীম (দঃ) ফরমান-পূর্ব দিক হতে (অর্থাৎ নজদ দেশ হতে) একদল লোক বের হবে, তারা ঠিকই কোরআন পাঠ করবে, কিন্তু

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

কোরআনের মর্মার্থ তাদের কণ্ঠনালীর নীচে অতিক্রম করবে না। অর্থাৎ কোরআনের অর্থ বুঝবেনা। তারা ইসলাম ধর্ম হতে এমনি ভাবে দূরে সরে পড়বে যেমন তীর ধনুক হতে ছুড়লে আবার ফিরে আসে না। এসব লোকের সাধারণ লক্ষণ হল তাদের মাথা মুড়ানো থাকবে। ঠিক এই লক্ষণটি পরিলক্ষিত হয়েছে নজদবাসী মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব নজদী ও তার অনুসারীদের মধ্যে।

নোট ঃ আমাদের এতদ্দেশেও তথাকথিত একদল মোবাল্লেগ জনসাধারণের মধ্যে খ্যাতি অর্জনের জন্য মাথা মুড়ায়ে ফেলে। তারা দাবী করে যে, তারাই প্রকৃত ইসলামের অনুসারী। প্রকৃত পক্ষে তারা হল ইসলামের পরম শত্রু! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শত্রু! তাই তাদের থেকে দূরে থাকা প্রত্যেক ঈমানদারের একান্ত কর্তব্য।

(৫) عن ابن عمر (رض) مرفوعا قال النبى صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا فى شامنا وفى يمننا ثم استقبل مطلع الشمس فقال ها هنا يطلع قرن الشيطان وهو هنا الزلزال والفتن -

একদা হযরত নবী করীম (দঃ) আরবের শাম, ইয়ামন ইত্যাদি দেশের জন্য দোয়া করার পর মদীনার মাপ তোলের যন্ত্রাদির জন্যও দোয়ায়ে বরকত করেন। অতঃপর তিনি পূর্ব মুখী হয়ে নজদের জন্য বদদোয়া করেন, আর বলেন এ দিক হতে শয়তানের শিং উদয় হবে। অর্থাৎ শরীয়ত বিগর্হিত কার্য কলাপ এবং মুসলমানদের মধ্যে বিভেদকারী ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি ও ভূমিকম্প শুরু হবে। (বোখারী)

প্রিয় পাঠক ঃ উপরোক্ত হাদীস দ্বারা নজদের অধিবাসী মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাবের ওহাবী আন্দোলনের কথাই ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারন তারা সংস্কারের নামে ইসলামের মূলোৎপাটনের চেষ্টা করছে।

(৬) عن ابن عمر قال ذكر النبى صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا فى شامنا اللهم بارك لنا فى يمننا قالوا وفى نجدنا قال اللهم بارك لنا فى شامنا وفى يمننا قالوا يا رسول الله وفى نجدنا فاظنه قال فى الثالثة هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان (بخارى)

অপর একখানা হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী করীম (দঃ) শাম ও ইয়ামনের বরকতের জন্য দোয়া করলে সাহাবাদের মধ্য হতে কেহ কেহ আরজ করল। "ইয়া রাসূলাল্লাহ"! আমাদের নজদ সম্পর্কে দোয়া করুন। তখন হুজুর (দঃ) পূর্ববৎ আবারও শাম ও ইয়ামনের জন্য দোয়া করলেন। বর্ণনাকারী বলেন আমার ধারনা মতে হুজুরে পাক (দঃ) তৃতীয়বারে বললেন, ঐ নজদ হতেই ভূ-কম্পন এবং বিভিন্ন ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি হবে। এবং তথা হতেই শয়তানের শিং প্রকাশ পাবে। (অর্থাৎ সর্ব প্রকার শয়তানী প্রভিমত প্রকাশ পাবে। যা মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী কর্তৃক প্রকাশ লাভ করেছে)। (বোখারী)

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

প্রিয় নবী সাইয়্যেদুল মুরসালীন হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-সমপর্কে ওহাবী আন্দোলনের হোতা।

আবদুল ওহাব নজদীর কতিপয় কুকীর্তি

১। শেখ নজদী নবী করীম (দঃ)-কে সংবাদ দাতা ডাকপিয়ন বলেছে। ধর্মের কুৎসা করে, আরো সে বলেছে :

২। হোদাইবিয়ার সন্ধি একেবারে মিথ্যা ও বানোয়াট।

৩। হযরত মোহাম্মদ (দঃ) ইহকালে ও পরকালে কারো কোন উপকারে আসবে না।

৪। চারি মাযহাবের চার ইমাম ভ্রান্ত ও মিথ্যা।

৫। শেখ নজদী দরুদ শরীফ বিরোধী ছিল। কারণ তার মতে দরুদ শরীফের কোন প্রয়োজন নেই।

৬। আজানের বাক্যে আশহাদ, আন্না মোহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ উচ্চারণকারী জনৈক মোয়াজ্জিনকে সে হত্যা করেছে।

৭। দালায়েল খায়রাত ও দরুদের কিতাব সমূহকে অগ্নিদগ্ধ করেছে।

৮। ফেকাহ, তাফসীর ও হাদীসের গ্রন্থসমূহ জ্বালিয়ে দিয়েছে।

৯। কোরআনের তরজমা ইচ্ছামত করেছে।

২০। সে কাফের মুশরিক ও মুনাফেকগণকে খাঁটি ঈমানদার বলে আকীদা পোষণ করতো। এ কথার জলন্ত প্রমাণ তার রচিত কাশফুশ শুবহাত ও কিতাবুত তাওহীদ দুটি পুস্তক।

১১। সে যে কোন সুন্নী আলেমকে হত্যা করা জায়েজ আকীদা পোষণ করতো।

১২। ঈমানদার মুসলমানদের মালামাল লুণ্ঠন করতঃ জাকাতের নিয়মে ওহাবীদের মধ্যে তা বণ্টন করতো।

১৩। মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী প্রকৃতপক্ষে কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলনা। তবে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেয়ার জন্য নিজেকে হাম্বলী মাজহাবের অনুসারী বলতো।

১৪। শেখ নজদী বাদ নামাজ দোয়া করা হারাম আকীদা পোষণ করতো। আর বলতো-নামাজের পর দোয়া করে আল্লাহ হতে মজুরী চাওয়ারই সামীল।

নোট ঃ প্রিয় পাঠক বৃন্দ! আমাদের দেশের বর্তমান দেওবন্দী ও খারেজীগণ অধিকাংশ উপরোক্ত আকীদার অনুসারী। কতিপয় ওহাবী আজও মিলাদকে হারাম বলে এবং আজানের বাক্যের মধ্যে মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ বাক্য শ্রবণ পর চক্ষু চুম্বন নীতিকে নাজায়েজ বলে।

ফতোয়ায়ে শামীতে ওহাবী আন্দোলনের সঠিক দিক দর্শণ।

(রদ্দুল মুহতার ৪২৭—২৮ পৃষ্ঠা)

كما وقع في زماننا في اتباع عبد الوهاب الذين خرجوا من نجد وتغلبوا على الحرمين وكانوا ينتحلون مذهب الحنابلة لكنهم اعتقدوا انهم المسلمون وان من خالف اعتقادهم مشركون - واستباحوا بذلك قتل اهل السنة وقتل علمائهم -

ইসলামের সু-প্রসিদ্ধ ফতোয়ার কিতাব শামী কিতাবের লেখক

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

আল্লামা শামী (রঃ) মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর আকীদা বিশ্বাস সম্বন্ধে এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, সমস্ত ওহাবীদের আকিদা বিশ্বাস খারেজী আকিদা বিশ্বাসের অবিকল অনুরূপ ছিল। অর্থাৎ তারা হযরত আলী (রাঃ) ও মাবিয়ার মধ্যে সিফ্‌ফিনের যুদ্ধ চলাকালে হযরত আলী (রাঃ) এর মতাদর্শের একেবারে বিরোধী হয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত খারেজী ফের্কা হযরত আলী ও মাবিয়া (রাঃ) উভয়কে কাফের বলে অভিহিত করেছে। যেমন আজ কাল মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর ওহাবী ফের্কা দুনিয়ার সকল মানুষকে কাফের নামে আখ্যায়িত করতেছে। এরা আরব ভূখণ্ডের নজদ হতে আত্ম প্রকাশ করে। (প্রথমে তারা ১৮০১ ইংরেজী সনে কারবালা ও মক্কা শরীফ আক্রমণ করে। এবং কাবা ঘরের গিলাফ ছিঁড়ে ফেলে। অতঃপর ১৮০৪ ইং সনে মদীনা শরীফ আক্রমণ করে সেখানকার মাজারসমূহ ধ্বংস করে ফেলে।)

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলনা। তথাপিও সে মানুষকে ধোকা দেয়ার জন্য নিজেকে হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী বলতো। তার ভ্রান্ত আকীদার মধ্যে একটি আকীদা এই ছিল যে, তার বিশ্বাসীরাই শুধু মুসলমান, যারা তার বিরোধিতা করবে তারা কাফের ও মুশরেক। তার এই নীতিমালা অনুসারে সে ওলামায়ে আহলে সুন্নতকে হত্যা করা জায়েয আকীদা পোষণ করতো।

তাফসীরে সাবীর ভাষ্যে ওহাবী ফের্কা

(৩য় খণ্ড ২৫৫ পৃঃ)

قوله تعالى : افمن زين له سوء عمله " هذه الاية
نزلت في الخوارج الذين يحرفون تاويل الكتاب والسنة

ويستحلون بذالك دماء المؤمنين واموالهم كما هو مشاهد الآن في لطائرهم وهم فرقة في ارض الحجاز يقال لهم الوهابية يحسبون انهم على شئى الا انهم هم الكاذبون، استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون -

উল্লেখিত আয়াতটির ব্যাখ্যায় সুবিখ্যাত তাফসীরে সাবীর গ্রন্থকার বলেন "প্রত্যেকের কু-কর্ম নিজের জন্য সুন্দর" এ আয়াতটিতে খারেজী ফের্কার কথা ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই ফের্কার সাধারণ পরিচিতি হল এই যে, তারা কোরআনের বিকৃত অর্থ করে এবং কোরআন ও হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা করে। যদ্বারা মুমেন মুসলমানদের জান মাল নষ্ট করা তারা বৈধ মনে করে। বর্তমানে যার জ্বলন্ত প্রমাণ নিদর্শন হয়ে আছে। তাদের পরিচিতি এই যে, উহারা হিজাজ ভূমির একটি ফের্কা, যাদেরকে ওহাবী বলা হয়। ওহাবীরা নিজেদেরকে বড় ধন্য মনে করে, প্রকৃতপক্ষে তারা বড় মিথ্যাবাদী। তাদের উপর শয়তান সওয়ার হয়ে রয়েছে। তাই তারা আল্লাহকে ভুলে বসেছে। ওহাবীরা শয়তানের দল। হে মুমেনগণ! তোমরা শয়তানের দল হতে সতর্ক থেকো। তারা পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

নোট ঃ "সাবী" ও শামীর মন্তব্য প্রায় একই সমান। আমরা ওহাবী ফের্কা সম্বন্ধে কোন তথ্য প্রকাশ করতে চাইনা, তবে উপরে উল্লেখিত কিতাব দু'টিতে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, তার উপর আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস।

দেওবন্দী ফতোয়ায় ওহাবী পরিচয়

ফতোয়ায়ে শামীর ও তাফসীরে সাবীর বর্ণনা মতে আমরা বুঝতে পারলাম যে, ওহাবী আকীদা বিশ্বাস ছিল ঘৃণ্য নাপাক। তবে কতিপয়

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

দেওবন্দে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত আলেমগণের নিম্ন ফতোয়াসমূহ ফতোয়ায়ে শামীর একেবারেই বিপরীত। যেমন ধরুন :

১। ওহাবী পন্থী হেকিমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী সাহেব উর্দু বাক্যে বলেন : لجدیوں کے عقائد بہت اچھے نজদীদের আকীদা বিশ্বাস বড় পাকা পোক্ত ও মজবুত ছিল। لجدی عقائد اچھے ! নজদী আকীদা বিশ্বাস বড় ভাল ছিল।

২। দেওবন্দ মাদ্রাসার বড় মুরব্বী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী সাহেব উর্দু বাক্যে বলেন : لجدی متبع سنت و دیندار کوکہتے ہیں নজদীগণ নাকি রাসূলে করীম (দঃ) এর সুন্নতের অনুসারী ছিল এবং তারা বড় দ্বীনদার ছিল-নাউজুবিল্লাহ। (ফতোয়ায়ে রশিদিয়া দেখুন)

গঙ্গুহী সাহেব ফতোয়ায়ে রশিদিয়াতে উৎফুল্য ও গৌরব সহকারে আরো বলেন : **নজদীগণকে ওহাবী বলা হয়।** তাদের আকীদা বিশ্বাস অত্যান্ত ভাল ছিল। (আসতাগফিরুল্লাহ)

৩। **সকল দেওবন্দীর অভিমত :** প্রত্যেক দেওবন্দী এক বাক্যে নিম্ন অভিমত পোষণ করে : যদি কেউ কাউকে ওহাবী বলে তাতে কোন খারাপ অর্থ বুঝাবেনা। কারণ ওহাবী আকীদা ও নজদী আকীদার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

আদিকাল থেকে নজদীগণের আকীদা পাকাপোক্ত। মাযহাবের দিক দিয়ে তারা হানাফী। (আল-মুহান্নাদ)

৪। আশরাফ আলী থানভীর ওহাবী বানানোর মারাত্মক প্রচেষ্টা। তিনি 'ইফাযা' নামক পুস্তকের ৩য় খন্ডে ৬১ পৃষ্ঠার ৮ম লাইনে লেখেন :

میں تو کہتا ہوں کہ اگر میرے پاس دس ہزار روپیہ ہوتے تو سب کی تنخواہ کردوں پھر خود ہی سب وہابی بن جائیں۔

থানভী সাহেব বলেন : ওহাবী মাযহাব আমার মনোপুত মাযহাব। আমি আশরাফ আলী বলছি যে, সেই মাযহাবের প্রচার ক্ষেত্রে যদি আমার দশ হাজার টাকা খরচ হয় তাতে আমার অসম্মতি নেই। আমার উদ্দেশ্য হল হিন্দুস্থানের সকলেই যেন ওহাবী পন্থী হয়ে যায়। এ উর্দু বাক্যে থানভী সাহেব ওহাবী মাযহাবকে কড়া সমর্থন দিয়েছেন।

নোট : পাঠকবৃন্দ ওহাবীদের ভাল মন্দ আকীদা নিয়ে আমরা বিতর্কে উপনীত হতে চাই না। তবে কতিপয় দেওবন্দী ও অন্যান্য ঈমানদার ওলামায়ে কেরামগণ তাদের সম্বন্ধে যা মন্তব্য করেছেন আমাদের বক্তব্য ঠিক তাই।

দেওবন্দী ফতোয়ার জবাবে
ওলামায়ে হারামাইন

ওহাবী ফেকার সমর্থনে দেওবন্দীগণ একটি কিতাব রচনা করেন যার নাম রাখা হয় তাকবিয়াতুল ঈমান। এই কিতাবখানা রচিত হওয়ার পর তাঁরা মক্কা মদীনার ওলামায়ে কেরামদের খেদমতে পেশ করেন তাঁদের থেকে কিতাব খানার সমর্থন আদায় করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মক্কা-মদীনার ওলামায়ে কেরামগণ তাকবিয়াতুল ঈমান অর্থাৎ ওহাবী নীতিমালা সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করেন যে, ইহা একটি কুফরী ও ধর্মনাশা কিতাব। যেমন বলেন :

لا شک فی بطلان منقول من تقویۃ الایمان بکونہ مواقفا للنجدیۃ ماخوذا من کتاب التوحید للشیخ

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

الشيطان وسولك هذا الكتاب دجال كذاب استحق اللعنة من الله تعالى وملائكته واولو العلم وسائر العالمين ।

ইসমাইল দেহলভী যে তাকবিয়াতুল ঈমান নামক তথা কথিত পুস্তক রচনা করেছেন উহা নিসন্দেহে নজদী আকীদা মোতাবেক লেখা হয়েছে এবং ইহা শয়তানের শিং (মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাবের রচিত) কিতাব এরই অবিকল ফটো। এ কিতাবখানার রচয়িতা দাজ্জাল ও কাযযাব অর্থাৎ ফেৎনা সৃষ্টিকারী ও মিথ্যাবাদী লানতের উপযোগী ছিল ইত্যাদি।

ওহাবী ফেকার বিরুদ্ধে ওলামায়ে দেওবন্দ।

১। "শিহাব সাকেব" ৬৭ পৃষ্ঠায় জনাব হোসেন আহাম্মদ মদনী সাহেব (রঃ) বলেন, মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর প্রশংসা সম্বলিত পুস্তকাবলী গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ওহাবী ফেকা একটি বিশেষ বাতিল ফেকা। এ ফেকার কোন সুনির্দিষ্ট মাযহাব ছিলনা। তারা মাযহাবহীন ধর্মহীন ও ধর্মচ্যুত ছিল। তাদের আকীদা বিশ্বাস ছিল বদ ও ফাসেদ। হোসেন আহাম্মদ মদনী সাহেব আরো বলেন যে, যারা এই ফেকার অনুস্বরণ করবে তারা নিঃসন্দেহে ধর্মচ্যুত।

২। তৎকালে ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম জনাব আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী সাহেব ফয়জুলবারী কিতাবে ১৭১ পৃষ্ঠায় মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর সম্বন্ধে নিম্ন মন্তব্য করেন ঃ

اما محمد بن عبد الوهاب النجدى فكان رجلا بليدا قليل العلم فكان يتسارع الى الحكم بالكفر (فيض الباري ص ١٧١) ।

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী একজন লম্পট লোক ছিল। তার জ্ঞান বুদ্ধি ছিল অতি সামান্য, সে মুসলমানকে কাফের বলার মধ্যে ছিল তীক্ষ্ণ। ফয়জুলবারী পৃষ্ঠা নং ১৭১।

নোট ঃ আল্লামা আনওয়ার শাহ দেওবন্দী (রহঃ) যে মন্তব্য করেছেন তা আমাদের বিশ্বাসযোগ্য। কারণ আমরা বৃটিশ গোয়েন্দা হামফ্রের ডায়রী খানাতে অনুরূপ মন্তব্য পেয়েছি। কারণ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী সাহেব চরিত্রহীনা সুফিয়ার যাতা কলে আবদ্ধ হয়ে মুতা বিবাহ পালন করে, সে প্রসংগে তিনি সুফিয়ার হাতে পানি মিশ্রিত শরাবও পান করেছিল। এই শরাবী ব্যক্তি দেওবন্দীগণের নিকট দ্বীনদার ধর্ম প্রাণ ছিল। (নাউজু বিল্লাহ)

(দেওবন্দ মোনাজিরা বিভাগের প্রধান
মুফতী মোরতাজা হোসাইনের ভাষ্যে
ওহাবী ফেকা

জনাব মুফতী মোরতাজা হোসেন দেওবন্দীকে জিজ্ঞাসা করা হল যে, প্রত্যেক দেওবন্দী আলেমকে কেন কাফের, ধর্মচ্যুত বলা হয়? অথচ তাদের ধর্মীয় খেদমত প্রসিদ্ধ। তারা হিন্দুস্থানের মধ্যে বহু মাদ্রাসা মক্তব প্রতিষ্ঠা করেছেন। কোরআন ও হাদীসের উপর বহু গ্রন্থ রচনা করেছে। ঐ ছাড়া তারা নামাজ রোজা পালনে বড় পাকা ছিলেন। তদোত্তরে তিনি বললেন ঃ

جو شخص نماز و روزہ کی ادائیگی کے ساتھ تبلیغ اسلام کے لئے یورپ تک پہنچے جائے اور دعوائے ایمان کے ساتھ الہماء کو گالیاں دیتا رہے اور ضروریات دین کا انکار کرے اور اجماع امت کا مخالف ہو وہ

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

قطعا یقینا تمام مسلمانوں کے نزدیک کافر و مرتد ہے
(اشد العذاب)

যে ব্যক্তি ঠিকমত নামাজ রোজা পালন করার সাথে সাথে ইসলামী তাবলীগের জন্য সুদূর ইউরোপ পর্যন্তও যদি পৌঁছে যায় এবং সে ব্যক্তি ঈমানদারের দাবীর সহিত আম্বিয়া কেরামদেরকে গালী দেয় এবং ধর্মের প্রয়োজনীয় কার্যাদির অস্বীকার করে তা যদি "ইজমা" মুসলিমের ঐক্যমতের বিরোধী হয়, তাহলে সে ব্যক্তি নিঃসন্দেহে মুসলিম উম্মার ঐক্যমতে কাফের ও ধর্মচ্যুত। (কিতাব আশাদ্দুল আযাব ৫ম পৃষ্ঠা)

ধর্ম কুৎসাকারীর বিরুদ্ধে
মুফতী শফী সাহেবের ফতোয়া

(کفر و اسلام کی حقیقت مصنفہ مفتی شفیع)
পৃষ্ঠা ২৯—১১লাইন

کسی شخص یا کسی فرقہ کے متعلق یقینی طور سے یہ ثابت ہوجائے کہ وہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا منکر ہے اگرچہ وہ انکار میں تاویل بھی کرتا ہو اور عام انکار سے تبری کرتا ہو تو انکی تبری کا کوئی اعتبار نہیں بلکہ وہ باتفاق و باجماع امت کافر و مرتد ہے۔

چونکہ مولوی قاسم صاحب نے ختم نبوت زمانی کا انکار کیا۔ مولوی رشید احمد گنگوہی اور خلیل احمد نے شیطان لعین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیع علم مانا۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے العیاذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو زید و عمرو بہائم و حیوان

کے علم سے تشبیہ دیا۔ مولوی اسماعیل صاحب نے کہا جو شخص ایک ذرہ کا علم غیب غیر اللہ کے لئے مانا وہ مشرک ہے۔

(مفتی صاحب فرماتے ہیں) جن لوگوں کے یہ حال ہے ان سے اسلامی معاملہ رکھنا جائز نہیں۔ اور نہ ان سے کسی مسلمان کا نکاح جائز ہے الخ۔

দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রখ্যাত মুফতী জনাব শফী সাহেব "কুফর ও ইসলামের হাকীকত" পুস্তকে উল্লেখিত পৃষ্ঠায় বলেন, কোন ব্যক্তি বা কোন বাতিল ফেকা সম্বন্ধে নিশ্চিত ভাবে যদি একথা প্রমাণিত হয় যে, তারা দ্বীন ধর্মের অতি প্রয়োজনীয় বিষয় বস্তুর অবিশ্বাসী, তা হলে তারা মুসলিম উম্মার ঐক্যমতে কাফের ও ধর্মচ্যুত হয়ে গেছে।

১। দেওবন্দী কাসেম নানুতবী সাহেব এই জন্য কাফের যে, তিনি যুগে যুগে বিভিন্ন নবীর আগমনের বিশ্বাসী ছিল।

২। মৌলভী রশিদ আহম্মদ গঙ্গুহী ও খলিল আহম্মদ আম্বেঠী এ জন্য কাফের-ধর্মচ্যুত যে, তারা দু'জনই ঐক্যমতে বলেছেন যে, হযরত নবী করীম (দঃ) এর এলেম বা জ্ঞান বুদ্ধি শয়তান লায়িনের জ্ঞান বুদ্ধির চেয়েও কম ছিল। (নাউজুবিল্লাহ)

৩। আশরাফ আলী থানভী সাহেব বলেছেন, হুজুরে পাক (দঃ) এর সামান্য এলেম ছিল। এইরূপ সামান্য এলেম যায়েদ, আমর, হাইওয়ান ও জীব জন্তুরওতো অর্জিত ছিল।

৪। ইসমাইল দেহলভী সাহেবতো গায়রুল্লাহর জন্য এলমে গায়েব এর একেবারে বিশ্বাসী নয়। তিনি বলেন যদি কেহ এক বিন্দু বরাবর এলমে গায়েব যে, গায়রুল্লাহর জন্য সাবস্ত করবে সে কাফের মুশরিকে ভুক্ত হবে বলে তার রচিত পুস্তক তাকবিয়াতুল ঈমানে লিপিবদ্ধ করেন।

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

মুফতী শফী সাহেব বলেন, যারা এরূপ নবী করীম (দঃ) এর কুৎসা করে তারা নিঃসন্দেহে কাফের ও ধর্মচ্যুত, এরূপ ধর্ম কুৎসাকারীর সাথে ইসলামী মোয়ামেলা, আদান প্রদান শাদী বিবাহ বৈধ নয়।

নবীর কুৎসাকারীর শাস্তি

প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এর কুৎসাকারীর শাস্তি সম্বন্ধে শেফা শরীফ ২য় খণ্ড ২৩৭ পৃষ্ঠায় নিম্ন ফতোয়াটি বর্ণিত হয়েছে ঃ

যদি কোন ব্যক্তি নবী করীম (দঃ)-কে গালমন্দ করে অথবা তাঁকে কোন কাজে কর্মে দোষারোপ করে অথবা তাঁর শারীরিক গঠনতন্ত্রের ত্রুটি বর্ণনা করে অথবা তাঁর প্রবর্তিত ইসলাম ধর্মের ও বংশ চরিত্রাবলীর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে অথবা কেহ হযরত নবী (দঃ)-কে এমন কোন বস্তুর সাথে তুলনা বা উপমা দেয় যদ্বারা তাঁর প্রতি কুৎসা বা তাঁর মর্যাদার হানী হয় অথবা তাঁর মর্যাদাকে হেয় করে দেখানো হয় তাহলে এরূপ ব্যক্তিকে ধর্ম অবমাননাকারী বলা হবে। ধর্ম অবমাননাকারীকে হত্যাকরা প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মুসলমানের জন্য ওয়াজিব।

শেফা শরীফের ৪র্থ খন্ডের ৩০৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে, যদি কোন ব্যক্তি নবী করীম (দঃ) হতে নিজ বা অপরকে বিজ্ঞ জ্ঞানী ধারণা পোষণ করে সে যেন তাঁকে গালমন্দ করল। এরূপ ধর্ম কুৎসাকারীকে হত্যা করা ওয়াজিব।

اجمع العلماء على ان شاتم النبى صلى الله عليه وسلم المنتقص له كافر مرتد والوعيد عليه جار بعذاب الله له وحكمه عند الامة القتل من شك فى عذابه وكفره فقد كفر لان الرضاء بالكفر كفر (لصوم الرياض ج ٣ باب الاول-٣٢٨ ص)

ওলামায়ে কেরামদের ঐক্যমত এই যে, হযরত নবী করীম (দঃ)-এর সমালোচক কুৎসাকারী কাফের। তাদেরকে হত্যা করা ওয়াজিব। যদি কেহ তাদের কাফের হওয়ার মধ্যে সন্দেহ পোষণ করে সেও কাফের হিসেবে গণ্য হবে। কেননা কুফরী কর্মের সমর্থকও কাফের।

প্রিয় পাঠক ঃ দেওবন্দী ওহাবী আকীদা পোষণকারীগণ এই ফতোয়ার আওতাভুক্ত কিনা প্রত্যেক পাঠক তা ভেবে দেখুন! আমরা তাদেরকে কাফের বলতে চাই না, তবে তাদের লিখিত ফতোয়া দ্বারাই তারা নিজেরা কাফের হিসেবে সাব্যস্ত হতে সক্ষম কিনা ? তা আপনারাই বিচার করুন।

দেওবন্দীগণের তওবাবন্দী

অনেক ইসলামী ফতোয়ায় দেওবন্দীগণকে কাফের ও ধর্মচ্যুত নামে আখ্যায়িত করা হয়। এরা প্রকৃতপক্ষে কারা ? সকল দেওবন্দীরাতো কাফের হওয়াটা অসম্ভব ব্যাপার। আল্লামা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী, শিব্বির আহম্মদ ওসমানী ও হোসেন আহম্মদ মাদানীর মতো আরো অনেক প্রখ্যাত প্রখ্যাত আলেমগণওতো দেওবন্দী ছিলেন। এরাতো ভ্রান্ত আকীদা পোষণকারী দেওবন্দীগণকে ঘৃণা করতেন। তাঁরা দেওবন্দ মাদ্রাসা হতে নজদী ওহাবী আকীদা উৎখাত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গিয়েছেন। তাঁরা কোন দিন কাফের ছিলেন না।

দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রশিক্ষিত এক সংঘবদ্ধ দল মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর ভ্রান্ত নীতিমালাকে ভারত উপমহাদেশে প্রচারের এক ক্ষীণ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

দেওবন্দীদের উপর অনেক ফতোয়াতে কুফরী ও ধর্মচ্যুতীর বিধান অর্পিত হয়েছে। আবার দেওবন্দীদের মধ্যে অনেক আলেম নজদী ও

ওহাবী নীতিমালাকে বর্জন করে তার বিরুদ্ধে ফতোয়াও রচনা করেছেন। যেমন আল্লামা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী শিবলির আহম্মদ ওসমানী ও হোসেন আহম্মদ মাদানী প্রমুখ।

আবার দেওবন্দ মাদ্রাসাতে এমনও কতিপয় লোক ছিল যারা নজদী নীতিমালাকে ভারত উপমহাদেশে রূপান্তর করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে ছিল। যেমন ইসমাইল দেহলভী, কাশেম নানুতভী, রশিদ আহম্মদ গুঙ্গুহী, খলিল আহম্মদ আম্বুটি, আশ্রাফ আলী থানভী প্রমুখ।

দ্বিতীয় ধরণের দেওবন্দীগণ নিজ নিজ অপকর্ম হতে তওবা করে ছিলেন কিনা এই বিষয়ে আশ্রাফ আলী থানভীকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি এ উর্দু বাক্যটি উচ্চারণ করেন ঃ

هم نے اجتک کسی کتاب والحریر میں الکی لوبہ
هرگز نہ دیکھی -

অর্থাৎ আমি আজ পর্যন্ত কোন কিতাব বা লিখনীর মধ্যে দেওবন্দীগণের কখনও তওবা করেছে বলে দেখিনি।

জনাব রশিদ আহম্মদ গুঙ্গুহীকে ইসমাইল দেহলভী কর্তৃক রচিত তথাকথিত "তাকবিয়াতুল ঈমান" পুস্তক সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। অর্থাৎ এই পুস্তকের মধ্যে অনেক ধর্মনাশা উক্তি ও কুফরী কালামে পরিপূর্ণ। তাই অনেকের ধারণা যে, ইসমাইল সাহেব নিজ অপকর্ম ও কুফরী কালাম হতে তওবা করে মৃত্যু বরণ করেছেন কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে।

জনাব রশিদ আহম্মদ গুঙ্গুহী জবাব ছিসেবে বলেন।

لوبہ کرنا ان کا بعض مسائل سے محض افترا ہے
اہل بدعت کا - (فتوی رشیدیہ)

অর্থাৎ ইসমাইল দেহলভী যে তাকবিয়াতুল ঈমান পুস্তকের কতিপয় বিষয় হতে তওবা করে ছিলেন অভিমতটি বেদয়াতীদের মিথ্যা গুজব।

এ ছাড়া আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ওলামায়ে কেরাম ইসমাইল দেহলভীর তওবা করে মৃত্যু বরণ করা বা তওবাহীন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করা বিষয় নিয়ে দ্বিমত পোষণ করেন। যাঁরা বলেন ইসমাইল দেহলভী তওবাহীন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে তাঁদের নাম যথাক্রমে এই ঃ

১। মাওলানা আবুল কালাম আজাদের পরনানা আল্লামা মনওয়ার উদ্দিন দেহলভী।

২। আল্লামা মাখসুসুল্লাহ, (শাহ আবদুল আজিজ মোহাদ্দেসে দেহলভীর ভ্রাতুষ্পুত্র)

৩। আল্লামা মুসা সাহেব (শাহ রফিউদ্দিন দেহলভীর পুত্র)

৪। আল্লামা ফজলে রাসুল ওসমানী (রহঃ)।

৫। আল্লামা ফজলুল হক খায়রাবাদী (রহঃ) (অগ্রনায়ক আজাদী আন্দোলন)

৬। আল্লামা আহমদ রেজাখানের পীর সাহেব।

নজদী পরিচয়

ব্রিটিশ সম্রাটের গোয়েন্দা অফিসার মিঃ হামফেরের ডায়েরীতে

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর ঈমান আকীদা ও চরিত্র।

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ, ইসলাম ও মুসলিম বিশ্বের মধ্যে ফাটল ধরাবার উদ্দেশ্যে বহু ভাষাবিদ "মিঃ হামফ্রে" কে গোয়েন্দা নিযুক্ত করে। হামফ্রের ডায়েরীতে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর ঈমান, আকীদা ও চরিত্রাবলীর কথা উল্লেখ রয়েছে। "হামফ্রের" উক্ত ডায়েরী খানা দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় জার্মানীদের হস্তগত হয়। তখন জার্মান পত্রিকা "ইসপিগল" ডায়েরী খানা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করে। এতে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর ঈমান, আকীদা ও চরিত্রাবলীর সম্যক ভাবে জানা যায়।

"হামফ্রের" ডায়েরী খানাতে মিঃ হামফ্রে বলেন, আমি যখন তরখানের গোয়েন্দাগিরীতে নিয়োজিত ছিলাম তখন একজন মুসলিম ধর্ম সংস্কারক লোকের সাথে আমার সাক্ষাত হয়। সেই ব্যক্তি তুর্কী, ফার্সী ও আরবী ভাষায় কথা বার্তা বলতে পারতেন। তিনি দীনীতালেবে ইলেমের পোষাক পরিধান করে এ দিক সে দিক বেড়াতেন। তিনি বড় উচ্চাভিলাসী উচ্চ মর্যাদাকাংখী ব্যক্তি ছিলেন। মিঃ হামফ্রে তার পরিচিতি চাইলে, তিনি অত্যন্ত অহংকারের সাথে বললেন, আমি মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী। নজদী সাহেব তৎকালীন তুরস্কের ওসমানী সরকারের প্রতি

অত্যন্ত ঘৃণা পোষণ করতেন। তার দৃষ্টিতে হানাফী, শাফেয়ী ও মালেকী মাযহাবের কোন মর্যাদা ছিলনা।

নজদী সাহেবের বক্তব্য হল : আল্লাহর কোরআনে যা আছে তাই আমল যোগ্য। মিঃ হামফ্রে বলেন নজদী সাহেব প্রয়োজন হলে নিজ অভিমতের পক্ষে ইমাম ইবনে 'তায়মিয়ার' মতামত প্রমাণ হিসেবে পেশ করতেন। আম্বিয়া, সাহাবা ও আওলীয়ায়ে কেরাম তার নিকট ছিল অতি তুচ্ছ। মিঃ হামফ্রে ভেবে দেখলেন যে, নজদী সাহেবের মত স্বাধীনচেতা লোক আমার দরকার। এরূপ লোক দ্বারা ইসলামী সমাজে ফাটল ধরানো সহজ হবে। তাই তিনি নজদী সাহেবকে তরখানের ডাক বাংলায় আমন্ত্রণ করেন। নজদী সাহেবও আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন।

তরখানের ডাক বাংলায় মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর দাওয়াত

মিঃ হামফ্রের আমন্ত্রণে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী তরখানের ডাক বাংলায় নির্দিষ্ট সময়েই উপস্থিত হন। যে দিন নজদী সাহেব ডাক বাংলায় উপস্থিত হন সে দিন ডাক বাংলার খাবার টেবিলে শিয়া তর্কবিদ শেখ জাওয়াদ কুসমী সাহেবও উপস্থিত হন। মিঃ হামফ্রে উভয় ধর্ম সংস্কারককে খাবার টেবিলে খাবার দেন। খাবার মধ্যে দুজন সংস্কারক পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে তর্কে লিপ্ত হন। কারণ ওহাবী ও শিয়া মতবাদের মধ্যে মাযহাবী মতভেদ ছিল অনেক।

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

খাবার পর শেখ জাওয়াদ মিঃ হামফ্রেকে গোপনে বলল : এই নজদী সাহেব বৃটিশ সরকারের উদ্দেশ্যাবলীকে কার্যকরী করার জন্য উপযোগী হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তাকে যেভাবেই হউক কাবু করতেই হবে। তাই শেখ জাওয়াদ ক্রমে ক্রমে নজদী উচ্চাভিলাসী, আত্মপূজারীকে জড়ায়ে ফেলার চেষ্টা করে। এমনকি শেখ জাওয়াদ নজদী সাহেবকে ফাঁদে ফেলার জন্য তার সঙ্গে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করল। সামান্য কিছু দিনের মধ্যে উভয় ধর্ম সংস্কারকের মধ্যে অস্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে উঠে।

শেখ জাওয়াদ বলেন, আমি নজদী সাহেবের সঙ্গে কোরআন হাদীস নবী, সাহাবা ও আউলীয়ায়ে কেরামগণের সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য প্রস্তাব দিলাম। নজদী সাহেব এ প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

শিয়া-ওহাবীর মধ্যে ধর্মীয় আলোচনার প্রথম দিনে।

"মুতা বিবাহ" শিয়াপন্থী শেখ জাওয়াদ সাহেব মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীকে জিজ্ঞেস করলেন, হে নজদী সাহেব। মহিলাদের সাথে (মুতা) অস্থায়ী বিবাহ করা সম্পর্কে আপনার রায় কি ? নজদী সাহেব বললেন, মুতা বিবাহ হারাম এতে কোন সন্দেহ নেই।

শেখ জাওয়াদ সাহেব পাল্টা প্রশ্ন করলেন, যদি মুতা বিবাহ হারাম হয়, তবে কোরআনে উহাকে জায়েজ ঘোষণা দেওয়া হল কেন ? যেমন সূরা নিসার ২৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, যদি তোমরা কোন মহিলার সঙ্গে মুতা বিবাহ করতে ইচ্ছুক হও তবে তাদের মোহরানা আদায় করে দিও।

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী সাহেব পাল্টা উত্তর করেন, শেখ সাহেব ! আল্লাহর কোরআনের আসল অর্থ সকলের বুঝা বড় মুশকিল। কোরআনের আয়াত একেবারে নিজ স্থানে সঠিক আছে। কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন, মুতা হযরত রাসূলে পাক (দঃ)-এর যুগে প্রচলিত ছিল। এখন আমি উহাকে হারাম বলে ঘোষণা দিলাম। আজ হতে যদি কেহ অস্থায়ী বিবাহে লিপ্ত হয়, আমি তার গর্দান উড়ায়ে দিব।

শেখ জাওয়াদ এই উত্তর শ্রবণে আশ্চার্যান্বিত হয়ে বললেন, হে ওহাবী সাহেব। আপনি কি হযরত ওমর (রাঃ)-কে অনুসরণ করেন ? অথচ আপনি হযরত ওমর (রাঃ) হতে অধিক জ্ঞানী। হযরত ওমর (রাঃ) এর কি ক্ষমতা আছে যে, সে আল্লাহ ও রাসূলের বিধানকে নাড়াচাড়া করবে। আর আপনি অস্থায়ী বিবাহকে হারাম বলে ঘোষণা দিয়ে কোরআনের সিদ্ধান্তের বিপরিত করছেন। (আস্তাগ ফিরুল্লাহ)

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী আমতা আমতা করে বললেন, আজ হতে আমি মুতা বা অস্থায়ী বিবাহ বৈধ ঘোষণা দিলাম।

শেখ জাওয়াদ উক্ত উত্তর পাওয়ার পর ওহাবী সাহেবের যৌন উত্তেজনাকে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন। ওহাবী সাহেব যখন মুতা বিবাহ বৈধ ঘোষণা দিলেন তখনও তিনি অবিবাহিত ছিলেন।

শেখ জাওয়াদ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাবকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি মুতা বিবাহ করে নিজের জীবন আনন্দদায়ক করতে চান ?

নজদী সাহেব মাথা নাড়া দিয়ে মুতা বিবাহের সম্মতি দিলেন। অতঃপর শেখ জাওয়াদ ওয়াদা দিলেন যে, আমি ইহার একটা ব্যবস্থা করবো "ইনশাআল্লাহ"। তবে শেখ জাওয়াদের ভয় হল যে, ওহাবী সাহেব বসরার সুন্নীদের ভয়ে ভীত হয়ে যায় নাকি। কারণ সুন্নীরা মুতা বিবাহকে হারাম বলেন। শেখ জাওয়াদ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাবকে বললেন, ভাই নজদী। আমার ওয়াদা সঠিক পাবেন এবং আমার প্রোগ্রাম একেবারে

গোপন থাকবে। এমনকি আপনি যে রমনীর সঙ্গে মুতা করবেন তার নিকটও আমি আপনার নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করবোনা।

একথা বলার পর শেখ জাওয়াদ বলেন, আমি মুতার ব্যবস্থার জন্য নির্দিষ্ট পাড়াতে চলে আসলাম। বসরায় ইংরেজ উপনিবেশ সরকারের পক্ষ হতে চরিত্র নষ্টের জন্য খৃষ্টান এক সুন্দরী রমনী নিয়োজিত ছিল। সে মহিলার নিকট আমি সবিস্তারে মুতার পরিকল্পনার কথা বললাম। সে মহিলা মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাবের সঙ্গে মুতা করতে রাজীও হল। তখন আমি সে মহিলার তথাকথিত নাম রাখলাম "সুফিয়া" আর আমি মহিলাটিকে বললাম যথা সময়ে নির্ধারিত ব্যক্তিকে তোমার নিকট নিয়ে আসবো।

নির্দিষ্ট রাতে আমি মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী সাহেবকে সঙ্গে করে তথাকথিত সুফিয়ার নিকট পৌঁছে গেলাম। তিনি এক আশরফীর বিনিময়ে সুফিয়াকে মুতা বিবাহ করলেন। অতঃপর অবিবাহিত যুবকের স্বাধীন চিন্তাধারার নতুন স্বাদ পান করলো সুন্দরী সুফিয়া।

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী সুফিয়ার যাঁতাকলে পড়ল

শরাব পান ঃ শেখ জাওয়াদ ইরানী সাহেব মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীকে মুতা বা অস্থায়ী বিবাহের নাগাল পাশে আবদ্ধ করার পর দিন আবার তার সঙ্গে ধর্মীয় আলোচনায় বসেন।

এবার শেখ জাওয়াদ নজদী সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, হে শেখ সাহেব শরাব সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি? এজিদ, মালেক ও সুলায়মানের

মতো বনি, উমাইয়ার খলিফাগণসহ বনি, আববাসগণওতো শরাব পান করতেন।

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী উচ্চস্বরে বলতে লাগলেন, হে শেখ জওয়াদ! শরাব সম্বন্ধে এত কথার প্রয়োজন কি? শরাবের বিধান হল এই যে, শরাব হালাল তবে শরাবের নেশা হারাম। শরাবের নেশা হতে পরিত্রান লাভের জন্য হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) শরাবে পানি মিশিয়ে পান করতেন।

শেখ জাওয়াদ যখন দেখলেন নজদী সাহেব শরাব বৈধ হওয়ার সম্বন্ধে নরম নরম ভাব পোষণ করছেন, তখন শরাবের কথাটা সুফিয়ার কানে পৌঁছায়ে দিলেন। শেখ জওয়াদ সুফিয়াকে একথাটাও বলে দিলেন যে, মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাবকে যত বেশী পার শরাব পান করায়ে দিও।

পরের দিন মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী শেখ জওয়াদকে আলোচনার পূর্বক্ষণে কানে কানে বললেন, ভাই! আজ সুফিয়ার সঙ্গে বড় আনন্দ পেয়েছি। কারণ সে আমাকে গত রাত্রে পেট ভরে শরাব পান করায়েছে। শেখ জওয়াদ বলেন একথাটা আমার মোটেই বিশ্বাস হয় না। তখন নজদী সাহেব বললেন, আপনি সুফিয়াকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।

শেখ জওয়াদ সুফিয়াকে জিজ্ঞেস করলো কি ব্যাপার? সুফিয়া শেখ জাওয়াদকে দেখার সাথে সাথে বলতে থাকে গত রাত্রে আমার নতুন প্রিয়তম প্রাণ ভরে শরাব পান করেছে। এমনকি তিনি আত্মহারা হয়ে খল্লস খল্লস করে কাশতে কাশতে চিৎকার করতে থাকেন। শেষ রাতে তিনি আমার সঙ্গে কয়েক বার মাশগুলও হন। এখনও তার শরাবের নিশা কমেনি।

এই চরম ঘটনার পর মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী সাহেব সুফিয়াকে পূর্বের চেয়ে অত্যন্ত আদর করতে থাকেন। আর প্রতিটি সপ্তাহে মুতার সময়সীমা বাড়াতে থাকেন।

শেখ জাওয়াদ বলেন, মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী সাহেব সুফিয়ার আদর সমাদরে মনমুগ্ধ হয়ে আমাকে আর একটি আনন্দময়

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

ঘটনার গোপন কথা বলতে শুরু করলেন যে, আমি ইসপাহানে ধর্ম সংস্কারের সময় সেখানে আবদুল করিম নামের এক ব্যক্তির সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়ে যায়। আমি সেই ব্যক্তির নিকট আমার সকল গোপন কথা বলতাম। সে আমার জন্য ইসপাহানে একজন অবিবাহিতা রমনীর সঙ্গে মুতা বিবাহ করান। তবে ইসপাহানের মুতার বিবাহ হতে শেখ জাওয়াদ ইরানী কর্তৃক বিবাহটি আমার নিকট অধিক আনন্দ দায়ক অনুভব হয়েছে। তবে আবদুল করিম সাহেব সিরাজ রাজ্যে আমার জন্য একটি রমনীর সঙ্গে মুতা বিবাহের ব্যবস্থা করেছিল, সেই রমনীটি সুফিয়ার তুলনায় অধিক সুন্দরী ছিল। তবে মেয়েটি ইহুদী ছিল, তার নাম ছিল আসিয়া।

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী সাহেব শেখ জাওয়াদের নিকট এসব কথা গল্প স্বরূপ ব্যক্ত করে আনন্দ উপভোগ করতেন।

ওহাবী মাযহাব স্বপ্নের মাযহাব ঃ শেখ জাওয়াদ বলেন, আমি একদিন মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীকে একটি মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করি, যার বিবরণ নিম্নরূপ। এক রাত্রে আমি রাসুলুল্লাহ (দঃ)-কে কুরসীর উপর উপবিষ্ট দেখি। তিনি উপস্থিত জনতাকে নসিহত করছেন। সে মজলিসে অনেক বড় বড় আলেম ওলামা পীর বুজর্গানেদীন উপস্থিত ছিলেন যাদের কাউকে আমি চিনিনা। তাঁরা হুজুরে পাক (দঃ) কে ঘিরে বসেছেন। এমতবস্থায় আমি দেখি আপনি (নজদী) সে মজলিসে আস্তে আস্তে প্রবেশ করতেছেন। আপনার চেহারা হতে নূরের তাজাল্লী বিকশিত ছিল। যখন আপনি হুজুরে পাক (দঃ) এর সমুক্ষে পৌঁছলেন, তখনই হুজুরে পাক (দঃ) কুরসী হতে উঠে আপনাকে সম্মান প্রর্দশন করলেন এবং হুজুরে পাক (দঃ) স্বয়ং নিজেই আপনার মাথা চুম্বন করলেন। তারপর তিনি বললেন, হে আমার একই নামের অধিকারী মুহাম্মদ (বিন আবদুল ওহাব) তুমি আমার এলেমের ওয়ারিশ, মুসলমানদের দীনকে বিশ্বে প্রচার করার জন্য তুমি আমার যথার্থ খলীফা রূপে চিহ্নিত। হুজুর

পাক (দঃ)-এর এই উপদেশবাণী শুনে আপনি (নজদী) বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! মানুষের কাছে আমার মনের কথাটি প্রকাশ করতে ভয় হয়। হুজুরে পাক (দঃ) বললেন, হে মুহাম্মদ নজদী! মানুষের ভয়কে অন্তরে স্থান দিবে কেন? তুমি যা কিছু ভাবনা করছ তার চেয়ে তুমি অনেক বেশী মর্যাদাশীল।

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী সাহেব, শেখ জাওয়াদের এই বানোয়াট স্বপ্নের কথা শুনে আত্মহারা হয়ে গেল। তিনি বারংবার শেখ জাওয়াদকে জিজ্ঞাসা করতে থাকে। ভাই তোমার স্বপ্নটি সদা এইরূপ সত্য হয়? জবাবে শেখ জাওয়াদ তাকে বলেন, আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন।

এই তথাকথিত স্বপ্নের পর হতে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাবের মনে ওহাবী মাযহাব পত্তন দেয়ার আগ্রহ জন্মে। এই ওহাবী মাযহাবটি পরবর্তীকালে ওহাবী আন্দোলন ও সংস্কার নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

বর্তমানে আমাদের সমাজে অনেক লোক আছে তাদের সামনে "ওহাবী" কথা বললে, উহা জেনেও নাজানার ভান করে। আর বলে ওহাবী কে ও কারা আমরা জানিনা। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তারা ওহাবী নীতিমালা ষোলআনার বত্রিশ আনা পালন করেন।

বড় আশ্চর্য হতে হয় যে, যারা ওহাবী চেনেনা তারা কি করে অক্ষরে অক্ষরে ওহাবী মাযহাব পালন করেন? আসলে তারা সব চিনে ও জানে। আসল কথা হল যে, ভূতে পেলে দুররা পিটে। হেকিমুল উম্মত চিনেন, অথচ শাইখুল হিন্দ চিনেন না?

ওহাবী আন্দোলনের ৬ দফা কর্মসূচী

ব্রিটিশ উপনিবেশিক পূণবার্সন মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারী সাহেব ওহাবী মাযহাব পরিচালনার জন্য নিম্নে বর্ণিত ৬ দফা কর্মসূচী প্রনয়ণ করে দেন।

১। যারা মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর মাযহাবে সামীল হবেনা তারা এক বাক্যে কাফের। তাদের ধন সম্পদ ইজ্জত সম্মান বিনষ্ট করা হালাল। তাদেরকে পশুর হাটে নিয়ে বেচা কেনা করা অপরিহার্য।

২। মূর্তিপূজা রহিত করার বাহানা করে কা'বা ঘরকে ধ্বংস করে দেয়া। মুসলমানকে হজব্রত থেকে বিরত রাখা এবং হজব্রত পালনকারীদের জান মাল লুন্ঠণ করার জন্য আরবের যাযাবর জাতিকে উত্তেজিত করা।

৩। আরব উপজাতি ওসমানিয়া (তুর্কী) খলীফার আদেশাবলী পালন না করা। খলীফার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকে তাদের আসন হতে উৎখাত করা।

৪। নবী, সাহাবা, আওলীয়া ও বুজর্গানে দীনকে অবহেলা করা।

৫। মুসলিমদেশ সমূহের মধ্যে মাযহাব প্রচারের নামে ফেৎনা ফাসাদ সৃষ্টি করা।

৬। কোরআন শরীফে যত নবী ওলীর বর্ণনা আছে তা মুছে দিয়ে সংক্ষেপে একটি নতুন আধুনিক কোরআন তৈয়ার করা।

ব্রিটিশ উপনিবেশিক মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারী সাহেব বলেন, উপরে উল্লিখিত কর্মসূচী প্রনয়ণ করতে আমাদের অন্তত দু'টি বছর সময় লেগেছে।

১১৪৩ হিজরী সনের মাঝামাঝি সময়ে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী সাহেব জাজীরাতুল আরবের মধ্যে তার নতুন ধর্মমত ঘোষণার জন্য চূড়ান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করে। তার মতাদর্শটিকে তার বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে প্রচার করে। যখন তার এই গোপন দাওয়াতের কথা জাজীরাতুল আরবে প্রকাশ হয়ে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে তার শত্রু বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমনকি তার ভাই শেখ সোলাইমান এই ভ্রান্ত নীতির প্রতিবাদ করার কারণে মদীনায় গিয়ে আত্ম গোপন করে থাকতে হয়েছিল। মদীনার মালেকী, শাফেয়ী মযহাবের ইমামগণ রেসালা ও লিখনির মাধ্যমে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীকে সতর্ক করেছেন যে, তুমি তথাকথিত ধর্মমত প্রচার হতে ক্ষান্ত হও।

এই কঠিন মুহূর্তে শেখ জাওয়াদ ইরানী সাহেব নজদী সাহেবকে এই বলে শান্তনা দিলেন যে, আপনি ধৈর্য হারাবেন না। কারণ রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর নবুয়তের প্রাথমিক দিনগুলোতেও এইরূপ কঠিন অবস্থা হয়েছিল। ইরানী সাহেব আরো শুনা ও উপদেশ বাণী বলেন: যখন আপনি নিজের ধর্মমত প্রকাশ করে ফেলেছেন, আর যারা আপনার নীতিমালার বিরোধিতা করছেন তাদেরকে ছলে বলে কলে কৌশলে বাধা করার চেষ্টা করবেন। আমিতো আপনার সাথে আছি-ভয় করবেন না।

ওহাবী ও দফার দুরাবস্থা

ব্রিটিশ কর্তৃক দেয়া ৬ দফা কর্মসূচী বাস্তবায়িত করতে গিয়ে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী সাহেব বড় দুরাবস্থায় পড়ে গেল। জাজীরাতুল আরব ও তার বিরুদ্ধে বড় ধরণের আন্দোলন খাড়া হয়ে গেল। এক দিন ১২৬জন আরববাসী শেখ নজদীকে হত্যা করার লক্ষ্যে তার বাসস্থানে

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

প্রবেশ করে। শেখ জাওয়াদ ইরানী সাহেব বলেন, আমি যদি তথায় না থাকতাম তাহলে তারা মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীকে হত্যা করে ফেলত। আমি অতি দ্রুততার সাথে হস্তক্ষেপ করে হত্যাকারীদের চক্রান্তকে নস্যাত করে ফেলি।

অবশেষে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী আমাকে বলল, ৬ দফার দু'টি অন্যতম দফার প্রচার কার্য আপাতত বন্ধ রাখতে হবে। প্রথমতঃ কা'বাঘর ধ্বংস করা এত সহজ নয়। বিশ্ব মুসলিম উহা সহজে মেনে নিবেন না। এছাড়া হজব্রত পালনের কাজ বন্ধ করা বড় কঠিন ব্যাপার।

দ্বিতীয়তঃ নতুন কোরআন শরীফ আধুনিক তরীকায় লিপিবদ্ধ করা আরো কষ্টকর কাজ। কারণ ইস্তাম্বুলের শাসকগণ আমার উপর পূর্ব হতে বড় নাখোশ রয়েছেন। ইবনে ওহাব বলল, আমি যদি কা'বাঘর ধ্বংস করি এবং আধুনিক কোরআন তৈরী করি তবে এতে তুর্কী ওসমানী সরকার আমার বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাবার সম্ভাবনা প্রবল রয়েছে।

শেখ জাওয়াদ বলেন, মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাবের উপরে উল্লেখিত যুক্তিগাথা কথাগুলো আমার ন্যায় সঙ্গত মনে হলো। তাই আমি তাকে দু'দফার কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রচেষ্টাবদ্ধ করে রাখার উপদেশ দিলাম। নজদী সাহেবও এতে সম্মত হলেন।

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী গোপনে গোপনে ৪ দফা কর্মসূচীর প্রচার কার্যে লিপ্ত থাকেন। তারপর ব্রিটিশ পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় সংস্থা নির্দেশ করলো যে, জাজীরাতুল আরবে ওহাবী আন্দোলনকে রাজনৈতিক ভাবে প্রচার করার প্রয়োজন রয়েছে। এই প্রয়োজনের খাতিরে ব্রিটিশ সরকার নিজ সংস্থাকে নির্দেশ দিল যে, তোমরা মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ কর। সংস্থা গোপনে গোপনে মুহাম্মদ ইবনে সাউদকে ওহাবী নীতিমালার ভক্ত করে নিল। তিনি সাউদী বংশের প্রথম বংশধর ছিলেন। তিনি ১১৪৭ হিজরী সনে

ওহাবী মাযহাব গ্রহণ করেন। অন্য দিকে তিনি ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ হতে নজদের শাসনকর্তাও ছিলেন।

ব্রিটিশ সরকার মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব ও ইবনে সাউদ উভয়কে তাকিদ করেন যে, ধর্মীয় বিষয়ের ফয়সালার পূর্ণভার মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর উপর ন্যাস্ত থাকবে এবং রাজনৈতিক বিষয়ের দেখাশুনা ইবনে সাউদ করবেন। ব্রিটিশ সরকারের উক্ত ফরমানকে কার্যকরী করার জন্য নজদের "দারইয়া" শহরকে কর্মস্থল ঘোষণা দেন। আর কেন্দ্রীয় সরকার হল স্বয়ং ব্রিটিশ সরকার।

৬ দফার সাথে আরো কয় দফা সংযোজন

ইংরেজ প্রণীত ৬ দফা কর্মসূচীর মধ্যে দু'টি দফার বাস্তবায়ন কষ্টকর ও কঠিন মনে করে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব ও ইবনে সাউদ উক্ত ৬ দফার সাথে আরো কয়েকটি ধর্মনাশা দফা সংযুক্ত করল। উহা এই ঃ

১। মহানবী রাসূলে পাক (দঃ)-এর রওজা শরীফ জিয়ারত উদ্দেশে সফর সূচী গ্রহণ করা হারাম ও নিষেধ। যেমন ইবনে তাইমিয়া ৬২৬ হিজরী সনে রওজা শরীফ জিয়ারত করাকে হারাম ফতোয়া প্রদান করছিল। (তাই ইবনে তাইমিয়াকে দামেশকের ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ গ্রেফতার করে অবশেষে তাকে দামেশকের কিল্লায় কতল করা হয়)।

২। হযরত নবী করীম (দঃ) এর জীবদ্দশায় অচল মানুষ রূপে চিহ্নিত ছিলেন। সেক্ষেত্রে তাঁর থেকে কোন উপকারের আশা করা যায় না।

৩। হযরত নবী করীম (দঃ)-এর অদৃশ্যের জ্ঞান বুদ্ধি বলতে কোন কিছু ছিলনা। অর্থাৎ ইলমে গায়েব বলতে তিনি কিছুই জানতেন না। গায়েব জানার আকীদা পোষণ করা শিরিক। (এই কথার উপর সকল দেওবন্দী ঐকমত)।

৪। আম্বিয়া, সাহাবা, গাউস কুতুবদের সঙ্গে মহব্বত রাখা হারাম। (এ কথায় সকল দেওবন্দীর একমত)

৫। সাহাবা, আওলাদে রাসুল ও নবীদের কবর ভেঙ্গে দেয়া ফরজ। (বর্তমানে সাউদী সরকার এই ফরজটি যথাযথভাবে পালন করছে) যারা পবিত্র হজব্রত পালনের উদ্দেশে পবিত্র মক্কা ও মদীনা শরীফে গিয়েছেন তারা অবশ্যই তা স্বচক্ষে দেখেছেন।

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর ধর্মীয় সংস্কারের নামে রাজনৈতিক তৎপরতার অকৃত্রিম ইতিহাস।

মুক্তি সংগ্রাম ঢাকা-বাংলা একাডেমী
৩১/১/৮৬ ইং ১৭ই মাঘ ১৩৯২ বাং
দৈনিক ইত্তেফাক প্রকাশিত।

ডকটর এ, আর মল্লিক "ব্রিটিশ নীতি" গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কয়েক দশক ধরে যে ওহাবী আন্দোলন ভারত উপমহাদেশের বংগীয় এলাকা থেকে শুরু করে সুদূর উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিলো, এখনই আলোচনার সুবিধার্থে সেই ওহাবী আন্দোলনের গোড়ার কথা বলতে হয়।

ওহাবী আন্দোলনের প্রবর্তক ছিল মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব। তার জন্মতারিখ সম্বন্ধে মতভেদ রয়েছে। তিনি ইসলাম সম্পর্কে ব্যাপক

ভাবে অধ্যয়নের পর বিভিন্ন এলাকা পরিভ্রমন কালে ইসলামের মনগড়া ব্যাখ্যাদান করেন এবং তীব্র ভাষায় শাসক কর্তৃপক্ষের সমালোচনায় মুখর হন। এ সময় আরবের অধিকাংশ এলাকাই তুরস্কের সুলতানের অধীনে ছিল। তাই স্বাভাবিক ভাবেই মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাবের এই সব বক্তব্য তুর্কী সুলতানের জন্য খুবই বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং অচিরেই তাকে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। শুধু তাই-ই নয় তুর্কী শাসক কর্তৃপক্ষ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীকে সরকার বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে সিরিয়ার দামেস্ক শহর থেকে বহিষ্কার করেদেন।

সাহিত্যিক "ওলীউল্লাহর" মতে তিনি এই স্থান সেই স্থান পরিভ্রমণে বহুদিন অতিবাহিত করিয়া অবশেষে দেরইয়ার সরদার মুহাম্মদ বিন সৌদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহারই সাহায্যে তিনি বেদুঈনদের সমবায়ে একটি সশস্ত্র বাহিনী গঠন পূর্বক প্রথম সুযোগে তুরস্ক সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এইরূপে অতি অল্প কালের মধ্যে মরু অঞ্চলে বিশেষ করে নজদ প্রদেশে আবদুল ওহাব নজদীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। মুহাম্মদ বিন সৌদের সহিত তার এক ভগ্নিকে বিবাহ দিয়ে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব সমগ্র নজদের শাসন ক্ষমতা তার হাতে অর্পন করে শুধু ধর্মীয় ব্যাপারে স্বয়ং সর্বময় কর্তা হয়ে রইলেন। (মুক্তি সংগ্রাম বাংলা একাডেমী ঢাকা ১৯৭৮)

বাগদাদের তুর্কী শাসনকর্তা নজদের মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাবকে দমন করার লক্ষ্যে ১৭৫৮ খৃঃ বিরাট সেনাবাহিনীর দল প্রেরণ করেন। কিন্তু যুদ্ধে তুর্কীবাহিনী পরাজিত হলে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব একটি নিয়মিত সৈন্যবাহিনী গঠন করেন।

১৭৯১ সালে ওহাবীরা পবিত্র মক্কা নগরী আক্রমণ করে। কিন্তু সম্পূর্ণ সফল হতে পারে নি। ১৭৯৭ সালে তারা বাগদাদ আক্রমণ করে ইরাকের একটি এলাকা নজদের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

প্রসংগতঃ উল্লেখ্য তুর্কী সুলতান এই ওহাবীদের কার্যকলাপে এতো দূর বিরাগভাজন হয়েছিলেন যে, এদের হজ্ব পালনে নিষেধাজ্ঞা পর্যন্ত জারি করেছিলেন। এখানে আরো একটি ব্যাপার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাবের অনুসারীরা সব সময়েই ইসলামের নামে নিজেদেরকে মুবাল্লেগ মুজাহিদ হিসেবে পরিচয় দিতেন। অন্যদিকে গোপনে গোপনে নিজেদের ভ্রান্ত মাযহাব প্রচারে রত থাকতেন।

১৮০১ সালে আবার প্রায় লক্ষাধিক ওহাবী মুজাহিদ পবিত্র মক্কা নগরী আক্রমণ করে। কয়েক মাস ব্যাপী এই যুদ্ধে মক্কা নগরী ওহাবীদের দখলে আসে এবং সে সময়ে তুর্কী শাসনের বিলুপ্তি ঘটে।

১৮০৩ সাল নাগাদ ওহাবীরা পবিত্র মদীনা নগরীর উপর আক্রমণ পরিচালিত করে উহার উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করে। সাহাবা আওলীয়া ও ওলামা কেরামদের মাজার ও সৌধ ভেঙ্গে দেয়। এমনকি রাসুলে পাক (দঃ) এর রওজা পাকের একাংশও তাদের হাত হতে রক্ষা পায় নি।

এদিকে পবিত্র মক্কা ও মদীনা নগরী দু'টি হস্তচ্যুত হওয়ায় তুর্কী খলিফা খুবই রাগান্বিত ছিলেন। এছাড়া ওহাবীরা হুজুরে পাক (দঃ) এর রওজাশরীফের অংশবিশেষ ভেঙ্গে দিয়েছে, এ কথাটা এবং অন্যান্য কয়েকটি অভিযোগ তুর্কীরা সমগ্র বিশ্বে বিশেষতঃ মুসলিম দেশগুলোতে রটিয়ে দিল। যার ফলে ১৮০৩ থেকে ১৮০৬ খৃঃ পর্যন্ত বহিরাগত হজ্বযাত্রীদের সংখ্যা খুব কমে গিয়েছিল।

এই রকম এক পরিস্থিতিতে মিশরের শাসনকর্তা (খেদিব) মোহাম্মদ আলী পাশা তুরস্কের সুলতানের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। ওহাবীদের সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে ইস্তাম্বুলের নিকটবর্তী এলাকায় সংঘটিত লড়াইয়ে ওহাবীগণ চরমভাবে পরাজিত হয়।

১৮১২ খৃঃ মিশরীয় বাহিনীর সেনাপতি "স্কটিশ টমাস কীর্থ" এক বিরাট বাহিনী নিয়ে মদীনা দখল করে।

১৮১৩ খৃঃ সেনাপতি কীর্থ মক্কা নগরীও অধিকার করে নেয়। পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে ওহাবীদের সামরিক শক্তি একেবারেই শূন্যের কোঠায় এসে যায়। অতঃপর বাদবাকী ওহাবীরা ইসলামী মোবাল্লেগ নামধারণ করে ধীরে ধীরে গোপনে গোপনে ওহাবী মাযহাব পালন করতে থাকে। যা বিশেষ ভাবে প্রাধান্য পায় ভারতের দেওবন্দ নামক স্থানে।

ইসলামের পরম শত্রু
ইমাম ইবনে তাইমিয়ার শোচনীয় মৃত্যু
(জন্ম ৬৫২ হিঃ মৃত্যু ৭২৬ হিঃ শাবান)

ইবনে তাইমিয়া হাম্বলী মাযহাব পন্থী ওহাবী মাযহাবের তথাকথিত একজন ইমাম ছিল। কারণ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব এবং তার ওহাবী মাযহাবপন্থীগণ পূর্বাপর তারই অনুসরণ করে আসছে। ইবনে তাইমিয়ার মাযহাবী নীতিমালাতে রয়েছে, আম্বিয়া, আওলীয়া ও শহীদানদের মাজার শরীফ জিয়ারত করার জন্য সফর করা হারাম। এই নাস্তিক ইমাম যখন দামেশ্‌কে অবস্থান করছিল তখন একটি ফতোয়ার মাধ্যমে ঘোষণা দিয়েছিল যে, মহানবী হুজুরে পাক (দঃ)-এর রওজা শরীফ জিয়ারত করার উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা হারাম। যদি কোন ব্যক্তি ভুল করে জিয়ারত করার উদ্দেশ্যে সফর করলো তবে তার চলন্ত পথে নামাজ কসর করার আদৌ প্রয়োজন হবে না।

ইবনে তাইমিয়া স্ব-ঘোষিত ফতোয়াতে আরো বলেন, রাত ও দিন পরস্পর লক্ষ লক্ষ ফেরেশতা যে, মহানবী হুজুরে পাক (দঃ) এর দরবার শরীফে আগমণ করতেছেন বলে মুসলমানদের মধ্যে প্রবাদবাক্য রয়েছে, তা একেবারে মিথ্যে কথা। যদি ফেরেশ্‌তা দৈনন্দিন রওজা পাকে অবতরণ করে থাকেন তা সত্য হলে তারাও হারাম কাজে লিপ্ত হচ্ছে।

ইবনে তাইমিয়ার উক্ত ধর্ম কুৎসাসম্বলিত ফতোয়াখানা বের হওয়ার পর মিশর, শাম ও দামেশ্কের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের অন্তরে আঘাত লাগে। বিশেষ করে শামদেশীয় মুসলমানগণ ইবনে তাইমিয়ার ফতোয়ার প্রতিবাদ করেন। এ নাস্তিক ইমামের উক্ত কুফরী ফতোয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে শরীয়ত সম্মত কি সাজা দিতে হবে সে সম্বন্ধে ওলামায়ে কেরাম হতে ফতোয়া তলব করা হয়।

আল্লামা বোরহান বিন ফারকাহ্ ফজারী ও আল্লামা শিহাব বিন জাবরাল উভয় ধর্মীয় মুফতী সাহেবান কোরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক একটি ৪০ পৃষ্ঠার ফতোয়া রচনা করেন। সে ফতোয়াতে ইবনে তাইমিয়াকে কাফের ও ধর্মচ্যুত বলে ফতোয়া প্রদান করেন। আবার সেই রচিত ফতোয়াখানাকে হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবীয় কাজীগণের সমীপে পেশ করা হয়।

১। কাজী এদর বিন জামহা, যিনি শাফেয়ী মাযহাবের সরকারী কাজী ছিলেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, ইবনে তাইমিয়াকে এরূপ মিথ্যা ও ভ্রান্ত ফতোয়া দেয়া হতে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হউক। সে এই আদেশের বরখেলাফ করলে তাকে গ্রেফতার করে পিটুনীর নির্দেশ প্রদান করেন।

২। কাজী মোহাম্মদ বিন জাবিরী, যিনি হানাফী মাযহাবের কাজী নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ঘোষণা দেন যে, ইবনে তাইমিয়াকে বিনা শর্তে গ্রেফতার করে কতল করা হউক। কারণ ধর্ম কুৎসাকারী ধর্মচ্যুতেরই শামিল।

৩। কাজী মোহাম্মদ বিন আবুবকর যিনি মালেকী মাযহাবের ইমাম ও কাজী নিযুক্ত ছিলেন, তিনি বলেন, ইবনে তাইমিয়াকে এরূপ ভ্রান্ত ফতোয়া দেয়া হতে বিরত রাখা হউক।

৪। কাজী আহাম্মদ বিনওমর মাকদাসী যিনি হাম্বলী মাযহাবের কাজী নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন, ইবনে তাইমিয়াকে সাধারণ শাস্তি দেয়া হউক।

উক্ত চার জন কাজীর রায়ের মধ্যে হানাফী মাযহাবের কাজীর রায়কে প্রাধান্য দিয়ে ইবনে তাইমিয়াকে শাবান মাসের ৭২৬ হিজরী দামেশ্কের কিল্লাতে বন্দী করা হয়। ৭২৮ জিলকদ মাসের ২০ তারিখ বন্দী অবস্থায় সেখানে বড় দুরাবস্থায় মৃত্যু মুখে পতিত হয়। (সাফুস্সাকিল আল্লামা কাওসারী ১৫৬ পৃষ্ঠা)

খারেজী মাযহাব

খারেজী মাযহাব ঃ ইহা ইসলাম বহির্ভূত প্রতারকদের নতুন আবিস্কৃত মাযহাব। এই তথাকথিত মাযহাবটির নামকরণ ও উৎপত্তির ব্যাপারে ইসলামে বিস্তারিত ইতিহাস রয়েছে। প্রকৃত পক্ষে খারেজী মাযহাবের উদ্ভাবক হল ইহুদী গোষ্ঠী। তারা মুসলমানদের মধ্যে ফাটল ধরানোর উদ্দেশ্যে সিফফিনের যুদ্ধে ইসলামের বড় দরদী হয়ে আমীর মাবিয়ার সৈন্য দলে শামিল হয়। এ যুদ্ধ চলা কালে হযরত আলী (রাঃ) এর আরবী সৈন্য দলের মোকাবিলায় পরাস্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখে প্রতারণা মূলকভাবে তারা তীরের মাথায় কোরআন শরীফ বেঁধে আর চিৎকার করতে করতে হযরত আলী (রাঃ) এর সৈন্য দলের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে যুদ্ধ বন্ধ করার কথা ঘোষণা করল। আর উভয়ের মধ্যে সঠিক ফয়সালা করবে ঐ কোরআন যা আমাদের তীরের মাথায় বাঁধা রয়েছে।

শামী সৈন্য দলের তীরের মাথায় আল্লাহ পাকের কোরআন বাঁধা দেখে হযরত আলী (রাঃ) এর সৈন্য দল যুদ্ধ করা কোরআন অবমাননাকর কাজ মনে করেন। তাই তাঁরা হযরত আলী (রাঃ) কে বললেন যে, আমরা এমতাবস্থায় যুদ্ধ চালাতে পারি না। যখন হযরত আলী (রাঃ) এর সৈন্য দল যুদ্ধ বন্ধ করে দিলেন, তার পরপরই আমীরে মাবিয়ার শামী সৈন্য